সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে সুনিশ্চিত কৃষক কল্যাণ

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকার আয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে ৫৪ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন

কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে ২৮০০ কোটিরও বেশি টাকা প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষিজ সংরক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে

মৎসজীবিদের জীবিকা সহায়তার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ৫৪০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ৫৮০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে, ফলে ৮৮ হাজারেরও বেশি পশুপালক ও মৎস্য চাষি উপকৃত হয়েছেন

পার ড্রপ মোর ক্রপ উদ্যোগের আওতায় ১.২৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে মাইক্রো সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

১ কোটিরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নত হয়েছে

প্রায় ৩৮০টি কৃষক উৎপাদক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ২.৩৫ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে সরাসরি ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে।

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 01101/13/0026/2526

‘‘ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করছেঈএবং রাজ্যের উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত, হনুমান মন্দিরে পূজা দিলেন গম্ভীর ও সূর্য কুমার

আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ ঃ আবারও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত। পর পর দু'বার। রবিবার সূর্যকুমার যাদবের দল ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিশ্বকাপ জয়ের পর আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ, টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর, অধিনায়ক সূর্য কুমার যাদব-সহ অন্যরা আহমেদাবাদের হনুমান মন্দিরে পূজার্চনা করেন।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ট্রফি জিতেছিল ভারত। তার পর ফের সেরার মুকুট ভারতীয় ক্রিকেটে। আহমেদাবাদের এই নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরেছিল ভারত। ফলে এই স্টেডিয়ামে শাপমুক্তিও হল।

বঙ্গে এক দফায় ভোটের দাবি সিপিআইএম-এর, নিরাপত্তা চায় কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৯ মার্চঃ নির্বাচন কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গে এক দফায় ভোটের দাবি জানিয়েছে সিপিআইএম। সর্বোচ্চ দু'দফায় ভোট করানো হলেও তাদের আপত্তি নেই। এসআইআর নিয়ে কমিশনের বৈঠকে সোমবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছে সিপিএমের প্রতিনিধি দল। মহম্মদ সেলিম বেরিয়ে বলেন, 'আমরা জানতে চেয়েছি কমিশন একটা ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে মানুষকে শত্রু বানাল কেন? মানুষের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করল? কেন নির্বাচন কমিশন হয়ে গেল নির্যাতন কমিশন?এদিকে, কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ' এক দফা হোক, দু'দফা হোক, তিন দফা হোক- আমরা চাই নিরাপত্তা। নিরপেক্ষ ভাবে ভোট হবে, তা কমিশন নিশ্চিত করুক। এক দফায় ভোট হলে আমরা খুশি হব। কিন্তু নিরাপত্তাই অগ্রাধিকার। কমিশনকে পরিস্কার করে জানিয়ে এসেছি।''

পড়লো টাকার দাম, ধস শেয়ার বাজারেও

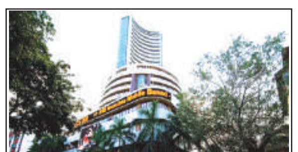

মুম্বই, ৯ মার্চ ঃপশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে তৈরি হয়েছে ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এর জেরে ডলারের চাহিদা বাড়ায় আরও কমলো টাকার দাম। সোমবার সকালে লেনদেনের শুরুতে ৪৬ পয়সা বেড়ে আমেরিকার মুদ্রার দাম দাঁড়িয়েছে ৯২.২৮ টাকা। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় অশোধিত তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডলারের দর আরও বেড়েছে।এদিকে, সোমবার সকালে বাজার খুলতেই মুখ থুবড়ে পা়ে শেয়ার সূচক। এ দিন প্রাথমিক লেনদেনে সেনসেক্স ২৩৪৫.৮৯ পয়েন্ট (২.৯৭ শতাংশ) কমে ৭৬,৫৭৩.০১-এ দাঁড়িয়েছে। নিফটি ৭০৮.৭৫ পয়েন্ট (২.৮৯ শতাংশ) কমে হয়েছে ২৩,৭৪১.৭০। পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার-ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধের প্রভাবেই এ দিন লেনদেনের শুরুতে নিফটি এবং সেনসেক্সের পতন ঘটেছে বলেই অনুমান বাজার বিশেষজ্ঞদের। যুদ্ধের এই পরিস্থিতির আতঙ্কেই বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বিক্রি করার ফলে শেয়ার বাজারে এই ধস বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার ঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার রাজ্যসভায় বিবৃতি দিলেন বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি একটি বৈঠকে বসে। তিনি বলেন, ' প্যানেলকে ইরানে বিমান হামলা এবং পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি গাল্ফ কান্ট্রিতে হামলা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। একইসঙ্গে এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।ইরান যুদ্ধ নিয়ে রাজ্যসভায় বিবৃতি দেওয়ার সময় এস জয়শঙ্কর বলেন, 'আলোচনা ও কূটনৈতিক উপায়ে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের সমাধান চায় ভারত। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির উপরে সর্বক্ষণ নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী।' এস জয়শঙ্কর বলেন, এই চলমান সংঘাত ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। আমরা একটি প্রতিবেশী অঞ্চল। উপসাগরীয় দেশগুলিতে এক কোটি ভারতীয় বাস করেন এবং কাজ করেন। ইরানেও, পড়াশোনা বা কর্মসংস্থানের জন্য কয়েক হাজার ভারতীয় রয়েছেন। এই অঞ্চলটি আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি এবং তেল ও গ্যাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী রয়েছে। গুরুতর সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়া এবং অস্থিতিশীলতার পরিবেশ গুরুতর সমস্যা। জয়শঙ্কর বলেন, সংঘাত তীব্রতর হচ্ছে এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে। সংঘাত অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমবর্ধমান ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং কার্যক্রম দৃশ্যত প্রভাবিত হচ্ছে।

রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রাল আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেছে ঃদুর্গাপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি(দুর্গাপুর),৯মার্চঃ রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রাল গত ৮ মার্চ ২০২৬ সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের ৫৪ ফুটের কাছে বৈষ্ণো দেবী মন্দির প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের এগারো জন মহিলাকে সমাজে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য সার্টিফিকেট এবং সম্মাননা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। একটি স্বাধীন প্যানেল দ্বারা নির্বাচিত মহিলারা শিল্প ও সংস্কৃতি, উদ্যোক্তা, একাডেমিয়া, সামাজিক কাজ এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কুমারী টুম্পা দে, ২০২১ সাল থেকে সুপরিচিত বাইক-ট্যাক্সি রাইডার এবম প্রশিক্ষক ব্রহ্মা কুমারী সেবা সংস্থার বোন প্রমীলা শ্রীমতি কৃষ্ণ দাস প্রামাণিক, প্রধান শিক্ষিকা ভারত সেবা সংঘ থেকে শ্রীমতি পায়েল পলি করার শ্রীমতি শীলা ব্যানার্জি, অভয় আশ্রমের প্রকল্প ব্যবস্থাপক শ্রীমতি মলি দাস এবং শ্রীমতি চৈতালী মন্ডল দুজনই সুপরিচিত উদ্যোক্তা শ্রীমতি রেশমী আচারিয়া একটি এনজিওর সাথে যুক্ত শ্রীমতি সাধনা রায় সুপরিচিত মঞ্চ শিল্পী ও অভিনয় শিল্পী শ্রীমতী বুলা দত্ত , আশা কর্মী এবং শ্রীমতি রেখা ডোম , সাফাই কর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শ্রীমান কবি দত্ত মহাশয় । রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সভাপতি মানতার সিং এবং ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্যদের আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করা। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিপুল সংখ্যা তে মহিলা এবং এলাকার প্রাক্তন পৌর পিতা শ্রী রাম প্রাসাদ হালদার উপস্থিত ছিলেন।

স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং নির্বাচন কমিশনার ডঃ বিবেক যোশী, পশ্চিমবঙ্গের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে সোমবার কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সাথে বৈঠক করেন।সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনকে আশ্বস্ত করে, নির্বাচন হিংসামুক্ত হবে। অনেক রাজনৈতিক দল এসআইআর-এর প্রশংসা করেছে এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছে। তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে প্রতিটি ভোটারকে সুরক্ষা প্রদান এবং নির্বাচনের সময় হিংসা রোধে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার আহ্বান জানিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনকে এক বা দুই ধাপে নির্বাচন পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছে।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজনৈতিক দলগুলিকে আশ্বস্ত করেছেন, ভারতে আইন অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন কোনও খামতি রাখবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, নির্বাচন কমিশন হিংসার প্রতি শূন্য সহনশীলতার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বড় ক্ষতি হবে অর্থনীতির, আশঙ্কা প্রকাশ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত এবং আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, পশ্চিম এশিয়ার সংকট কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে? একটি আদর্শ পরিবর্তনের দিকে লড়াই চলছে। এর ফলে আমাদের অর্থনীতির বড় ক্ষতি হবে। আপনি শেয়ার বাজার দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। দেশ একটি বড় ধাক্কা খেতে চলেছে। তাহলে, তাদের এই বিষয়ে আলোচনা করতে কী সমস্যা? এর পরে আমরা অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি। পশ্চিম এশিয়ার বিষয়টি কি গুরুত্বপূর্ণ নয়? জ্বালানির দাম এবং অর্থনৈতিক ধ্বংস আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়? এগুলি জনসাধারণের বিষয়। আমরা এগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং আলোচনা চাই।রাহুল বলেন, কিন্তু তারা আলোচনা চায় না, কারণ এর থেকে অন্যান্য বিষয় বেরিয়ে আসবে, কারণ প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান এর থেকে বেরিয়ে আসবে। কীভাবে তাকে আপস করা হয়েছে এবং কীভাবে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে তা উঠে আসবে। তাই, তারা আলোচনা করতে চায় না। আপনি দেখেছেন কীভাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদ থেকে পালিয়ে গেছেন। তিনি আসতে পারবেন না, আমি আপনাকে বলছি।পশ্চিম এশিয়ার সংকট কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে?

প্রাকৃতিক চাষের প্রসারে আগরতলায় কর্মশালা, কৃষকদের সমস্যার কথা সরাসরি শুনল কৃষি দফতর

আগরতলা, ৯ মার্চঃ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের প্রসার এবং এই পদ্ধতিতে যুক্ত কৃষকদের বাস্তব সমস্যাগুলি বোঝার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করা হল। সোমবার অরুন্ধতীনগরে অবস্থিত ত্রিপুরা স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচারাল ফার্মিং-এর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই একদিনের কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কৃষক, কৃষি সখি এবং কৃষি দফতরের আধিকারিকরা অংশ নেন। কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং সম্ভাবনার দিকগুলি নিয়ে সরাসরি আলোচনা করা, যাতে ভবিষ্যতে এই পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।বর্তমান সময়ে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা কমে যাওয়া, পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যের কৃষকদের প্রাকৃতিক পদ্ধতির দিকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতাতেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যেখানে কৃষকদের অভিজ্ঞতা সরাসরি শুনে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা তৈরির চেষ্টা করা হয়।এই কর্মশালার আয়োজন করে রিজনাল সেন্টার ফর অর্গানিক অ্যান্ড ন্যাচারাল ফার্মিং এবং ত্রিপুরা স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচারাল ফার্মিং। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কৃষি দফতরের সচিব অপূর্ব রায়। তাঁর উপস্থিতিতে কর্মশালার সূচনা হয় এবং তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রাকৃতিক চাষের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কৃষি শুধু খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যম নয়, এটি পরিবেশ রক্ষার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। তাই ভবিষ্যতের কৃষিকে আরও টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব করতে প্রাকৃতিক পদ্ধতির চাষাবাদকে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি দফতরের অধিকর্তা পিভি জমাতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রিজনাল সেন্টার ফর অর্গানিক অ্যান্ড ন্যাচারাল ফার্মিং-এর জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ডঃ প্রবীণ কুমার বাটলা সহ কৃষি দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা। কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত কৃষক এবং কৃষি সখিরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন।কর্মশালায় জানানো হয়, ২০২৫ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের একটি সংগঠিত উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বর্তমানে রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রায় তেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ জন কৃষক। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ধীরে ধীরে এই পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং অনেক কৃষকই রাসায়নিক নির্ভর কৃষিকাজ থেকে সরে এসে প্রাকৃতিক চাষের দিকে ঝুঁকছেন।তবে নতুন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ শুরু করার সময় নানা ধরনের বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কৃষকদের। কোথাও উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কোথাও আবার প্রাকৃতিক উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। আবার অনেক সময় প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবও অনুভব করেন কৃষকরা। এসব বিষয় মাথায় রেখেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যাতে কৃষকেরা সরাসরি তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং সমস্যার কথা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরতে পারেন।কৃষি দফতরের অধিকর্তা পিভি জমাতিয়া কর্মশালার টেকনিক্যাল সেশনের বিষয়ে বিস্তারিত জানান। তিনি বলেন, কর্মশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল টেকনিক্যাল সেশন, যেখানে অংশগ্রহণকারী কৃষকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। প্রাকৃতিক চাষ করতে গিয়ে তারা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, কী ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে এই পদ্ধতিকে আরও উন্নত করতে কী কী প্রয়োজন-এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।তিনি আরও জানান, কৃষকদের কাছ থেকে যে সমস্যাগুলি উঠে এসেছে, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলির তাক্ষণিক সমাধান স্থানীয় পর্যায়েই করা সম্ভব। কৃষি দফতর সেই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেবে। আবার যেসব সমস্যার সমাধান স্থানীয় পর্যায়ে করা সম্ভব নয়, সেগুলি রিজনাল সেন্টার ফর অর্গানিক অ্যান্ড ন্যাচারাল ফার্মিং-এর আঞ্চলিক দফতরে পাঠানো হবে, যাতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে সঠিক সমাধান খুঁজে বের করা যায়।কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কৃষকেরা জানান, প্রাকৃতিক চাষের মাধ্যমে জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং মাটির গুণগত মান উন্নত হচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদিত ফসলও তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ায় বাজারে এর চাহিদা বাড়ছে। তবে এই পদ্ধতিতে সফল হতে হলে নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কৃষকেরা প্রশাসনের কাছে আরও বেশি প্রশিক্ষণ শিবির এবং মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা বাড়ানোর দাবি জানান।এই কর্মশালার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল কৃষি সখিদের সম্মাননা প্রদান। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে একজন করে কৃষি সখিকে এদিন সম্মানিত করা হয়। তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক এবং আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। কৃষি সখিরা মূলত গ্রামের স্তরে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কৃষি সংক্রান্ত নানা তথ্য ও পরামর্শ পৌঁছে দেন। প্রাকৃতিক চাষের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।কৃষি দফতরের তরফে জানানো হয়, কৃষি সখিরা গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা কৃষকদের নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করান, প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করেন এবং প্রয়োজনে কৃষি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও সাহায্য করেন। প্রাকৃতিক চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের পাশে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্যই তাঁদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিকরা জানান, ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক চাষের পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্যের আরও বেশি কৃষককে এই পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বাজার সংযোগ নিশ্চিত করার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক চাষ শুধু কৃষকের আয় বাড়ানোর সম্ভাবনাই তৈরি করে না, এটি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমলে মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং জলদূষণও কম হয়। পাশাপাশি মানুষের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। এই কারণে সারা দেশেই প্রাকৃতিক চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারও এই পদ্ধতিকে উসাহিত করছে।ত্রিপুরার এই উদ্যোগ সেই বৃহত্তর প্রচেষ্টারই একটি অংশ। কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসন যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক চাষের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কৃষক, কৃষি সখি এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যে প্রাকৃতিক পদ্ধতির কৃষিকাজ আরও বিস্তৃত হবে এবং পরিবেশবান্ধব কৃষির একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে উঠবে-এই আশাই প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সরকারের সংকল্প ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ মার্চ ঃ জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সরকারের সংকল্প, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা কেবল আলোচনার বিষয় নয়, বরং এই সরকারের একটি সংকল্প। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পর্যটন, ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি হল এমন কিছু ক্ষেত্র যা এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আমরা এই ওয়েবিনারে এই বিষয়ে আলোচনা করব।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব বিশ্বের অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াটি আরও জোরদার করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং নকশা-চালিত উৎপাদনের উপর মনোযোগ বৃদ্ধি করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলঃবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত। আমাদের দেশের কন্যাদের এগুলির প্রতি ব্যাপক আগ্রহ দেখে আনন্দ হয়। এখন যখন আমরা ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির কথা বলি, তখন গুরুত্বপূর্ণ যে সুযোগের অভাবে কোনও কন্যা পিছিয়ে না থাকে। আমাদের এমন একটি গবেষণা বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে হবে যেখানে তরুণ গবেষকরা

কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়া-সহ ২৩ জনকে নোটিশ দিল্লি হাইকোর্টের, ১৬ মার্চ পরবর্তী শুনানি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ মার্চ ঃ দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আবগারি দুর্নীতির মামলা থেকে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং ২১ জনকে অব্যাহতি দিয়েছিল। সিবিআই সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লির উচ্চ আদালতে আবেদন করেছিল। সোমবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা এই মামলা শোনেন। সিবিআই-এর পক্ষ থেকে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়া-সহ ২৩ জন অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার ট্রায়াল কোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সিবিআইয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্ট সোমবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং আরও ২১ জনকে নোটিশ জারি করেছে। পরবর্তী শুনানি ১৬ মার্চ।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের

রায়পুর, ৯ মার্চ ঃটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে জয়ের জন্য টিম ইন্ডিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আমাদের খেলোয়াড়রা আবারও বিশ্বকাপ জিতে প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। এই জয়ের মাধ্যমে ভারত তিনবার বিশ্বকাপ শিরোপাজয়ী দেশ হয়ে উঠেছে। তিনি এই জয়ের জন্য সমগ্র টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতেও বিশ্ব মঞ্চে ভারতের তেরঙ্গা উড়বে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের পাশাপাশি উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মাও ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতের বিশ্বকাপ জয় সমগ্র দেশকে গর্বিত করেছে। এই ঐতিহাসিক জয় খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং অটল দৃঢ়তার প্রতিফলন। তিনিও ভারতীয় দলের সমস্ত খেলোয়াড়, কোচ এবং টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দেশের স্বার্থ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় বিরোধীরা ঃ জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ মার্চ ঃ বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় বিরোধীরা। সোমবার রাজ্যসভায় পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সেই সময় বিরোধীরা হট্টগোল করেন। এরই বিরোধিতা করেন জে পি নাড্ডা।তিনি রাজ্যসভায় বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বলছি, বিরোধী দলের আচরণ অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং নিন্দনীয়ও। তাঁদের দেশ অথবা আলোচনার প্রতি কোনও আগ্রহ নেই, কেবল অরাজকতা ছড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। সোমবার সংসদে আবার শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন। দ্বিতীয় দফা শেষ হবে ২ এপ্রিল। প্রথম দিনই একাধিক ইস্যুতে হইহট্টগোল করেন বিরোধীরা। সংসদের ভিতরে ও বাইরে মকর দ্বারে বিক্ষোভ দেখান রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা।

দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা, ১০ জেলায় সতর্কতা জারি ঝড়বৃষ্টিতে ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গও

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ ফাল্গুনের শেষ লগ্নে ফের বদলাচ্ছে বাংলার আবহাওয়া। আকাশে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহবিদদের মতে, আগামী কয়েক দিন উত্তর ও দক্ষিণ- দুই বঙ্গেই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার ও মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এই জেলাগুলির জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়নি। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া- এই ১০ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।উত্তরবঙ্গেও সারা সপ্তাহ জুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সতর্কতা রয়েছে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়।আবহাওয়া দফতরের মতে, ওড়িশা ও সংলগ্ন অঞ্চলের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় গাঙ্গেয় বঙ্গে এই ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সাফল্য এবং উন্নতির দিন। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। পেশাগত জীবনে, নতুন প্রকল্প শুরু করার সময় এসেছে। আপনি যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনি সফল হবেন। শুভ দিন।

বৃষঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে। পারিবারিক দিক সুখী এবং স্বচ্ছ ন্দ বলে মনে হচ্ছে না।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সংবেদনশীলতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। এই দিন আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে আরও সক্ষম বোধ করবেন। শুভ দিন।

কর্কট রাশি ঃ আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচকতা এবং উসাহে পূর্ণ হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে। অর্থের ব্যয় হবে

কন্যাঃ কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং ইতিবাচক দিন। আপনার স্বাভাবিক সামাজিকতা আপনাকে আরও বেশি লোকের সঙ্গে দেখা করতে এবং নতুন সংযোগ তৈরি করতে সাহায্য করবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার মনকে আনন্দিদত করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার স্ত্রীর মনোরম মেজাজ আপনার দিনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। সংসারে শান্তি

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ হবে। আপনি মানসিক ভাবে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

মকরঃধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। আজ, আপনি ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিন আইটেমটি ঠিক করার জন্য ভেঙে যেতে পারে। কাজের সুযোগ আছে

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি অনুভূতি এবং সম্পর্কের উপর মনোযোগ দেওয়ার দিন। এই দিন আপনার সৃজনশীলতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে, তাই আপনার ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে দ্বিধা বোধ করবেন না।

মীনঃ আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে।

আবহাওয়া

আগামী বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম মুর্শিদাবাদ, নদীয়াতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এর মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়াতে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার পর, বৃহস্পতিবার থেকে ফের শুস্ক হয়ে উঠবে আবহাওয়া। ফলস্বরূপ বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫০ শতকরা হতে পারে ।বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৩মিনিট এবং ১০ রাত ৫৩টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫২মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৩মিনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 98 Tuesday, 10 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯৮ সংখ্যা ❋ ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১০ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

জ্ঞানেশ কুমারের ধমক-পর্ব শেষে মমতা বললেন

‘মূর্খের স্বর্গে বাস করছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চঃ এসআইআর পর্বের শুরু থেকে বারবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার কলকাতায় এসে জ্ঞানেশ কুমার দফায় দফায় বৈঠক করে যাওয়ার পর নাম না করে কড়া আক্রমণ শানালেন মমতা। সোমবার সকালে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর জেলাশাসক ও পুলিশ অফিসারদের মুখোমুখি হন জ্ঞানেশ কুমার। একের পর এক অফিসারকে এদিন রীতিমতো ধমক দেন তিনি। সেই নিয়েই এদিন ধর্না মঞ্চ থেকে সুর চড়ালেন মমতা। এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ‘‘জেলাশাসক হন বা পুলিশ কমিশনার, গাফিলতি দেখলে রেয়াত নেই। কেউ পালাতে পারবেন না। নির্বাচনের পর দোষী সাব্যস্ত হলে পদক্ষেপ তাঁদের বিরুদ্ধে অনিবার্য।’’ নির্বাচন পরবর্তী হিংসার অভিযোগ এলেও ‘শেষ দেখে ছাড়বেন’ বলে জানিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। এডিজি আইন-শৃঙ্খলা বিনীত গোয়েল সহ একাধিক অফিসারকে এদিন নাম ধরে ধমক দিতেও শোনা যায় নির্বাচন কমিশনারকে। মে মাসের পরও ব্যবস্থা নেবেন বলে সতর্ক করেন তিনি। এই ধমক দেওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে দেখছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্না মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, ‘‘যারা আজ অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছে, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। মে মাসের পর দু মাস একটু বিরক্ত করবে, অফিসাররা ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করে নেবেন।’’ এরপরই তিনি বলেন, ‘‘মে মাসের পরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে! যেন সুপার গড। যেন স্পাইডারম্যান, বাচ্চাদের খেলার স্পাইডারম্যান যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। আর আপনি ভোটারদের

ভোলাচ্ছেন। মে মাসের পর আপনি কোথায় থাকবেন?’’ এদিন নার্কোটিক্স থেকে আবগারি- সব দফতরকেই জ্ঞানেশের ধমকের মুখে পড়তে হয়। জ্ঞানেশ কুমার যখন শহরে তখন কমিশনের উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে এত ভোট কেটেছেন। বিহারে তো হয়নি? সব এজেন্সির হাতে। ভারতে গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই। একটাই পার্টি একটাই গ্রহ।’’ এদিন ধর্মতলায় ধর্নামঞ্চ থেকে এবার বিজেপি ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে ‘চরবৃত্তির’ অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর ধর্নাস্থলে লিফলেট বিলি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ধর্মতলা চত্বর। মঞ্চ থেকেই নেত্রী নির্দেশ দেন, এদের হাতে-নাতে ধরতে হবে। অন্যায় করলে ফোঁস করতে হয়। শশী পাঁজাকে দায়িত্ব দিলাম, এদের বিরুদ্ধে এফআইআর করুন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে বিজেপি এখন এজেন্সি দিয়ে ধর্নাস্থলে লিফলেট বিলি করাচ্ছে। বিজেপিকে ‘ভীতু’ ও ‘কাপুরুষের দল’ বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘ভোট আসলে এনআইএ-সহ সব এজেন্সি পাঠায়। এরা ভোট চোর। এখানে ওদের ঢোকার অধিকার নেই।’’ উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে তিনি নির্দেশ দেন ধর্নাস্থলের প্রতিটি কোণে নজর রাখতে। মমতা যখন মঞ্চ থেকে এই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, তখনই ধর্নাস্থলের কাছে দু’জনকে সন্দেহভাজন হিসেবে পাকড়াও করা হয়। তৃণমূল শিবিরের দাবি, ওই ব্যক্তিরাই এলাকায় লিফলেট বিলি করার চেষ্টা করছিলেন। নেত্রীর নির্দেশের পরেই নড়েচড়ে বসেছে তৃণমূল শিবির। মমতা সাফ জানিয়েছেন, ‘‘সবাইকে আমি সতর্ক করছি। ধর্নার জায়গায় নজর রাখুন। এদের আমাদের ধরতেই হবে।’’ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রী শশী পাঁজাকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুলিশের হাতে একজনকে তুলে দেওয়ার সময় এলাকায় হইচই শুরু হয়ে যায়। তৃণমূলের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন পণ্ড করতেই বিজেপি এই ধরনের ‘প্ল্যানটেড গেম’ খেলছে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে এদিন অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যের শাসকদলের প্রতিনিধিদের। অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে ৬০ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নালিশ জানাতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে প।নে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ফিরহাদ হাকিম। তৃণমূলের অভিযোগ, নিরপেক্ষ থাকার বদলে কমিশন এখন বিজেপির শিখিয়ে দেওয়া পথেই হাঁটছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, তিনি যখন এদিন ভোটার তালিকার অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন তাঁর কথার মাঝেই ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। প্রশ্ন করেন, কেন তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে? চন্দ্রিমার দাবি, তিনি একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও কমিশনার তাঁকে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে ‘ডোন্ট সাউট’ (চিৎকার করবেন না) বলে ধমক দেন। চন্দ্রিমা বলেন, ‘‘কীভাবে একজন মহিলার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন উনি? সুপ্রিম কোর্টে গেছি বেশ করেছি। আমার রাজ্যের মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্যই গিয়েছি।’’ তাঁর প্রশ্ন, বিষয়টি যদি সুপ্রিম কোর্টেই থাকে, তবে তাঁদের আলোচনার জন্য ডাকা হল কেন?

বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমারের পাশাপাশি সোমবারই বিধানসভায় রাজ্যসভার সাংসদ পদের সার্টিফিকেট পেয়েছেন কোয়েল মল্লিক। এবার রাজনীতিক হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন।

দেড় হাজারে বিকোচ্ছে সিলিন্ডার!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইরান ও ইজরায়েলের লড়াই দশম দিনে পা দিতেই ভারতে রান্নার গ্যাসের জোগান নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র আতঙ্ক। যা মধ্যবিত্তের হেঁশেলকেও ওলটপালট করে দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে এক গৃহবধূ কালোবাজার থেকে ১৫০০ টাকা দিয়ে সিলিন্ডার কিনতে বাধ্য হয়েছেন। রমজান মাসের মুখে রান্নার গ্যাসের এই টালমাটাল অবস্থায় দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে কয়েক কোটি মানুষের। নয়ডার সেক্টর ২২ থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর- সর্বত্রই ছবিটা এক। সোমবার সকাল থেকেই খালি সিলিন্ডার নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ। গত ৭ মার্চ ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সীতাপুরে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তিতে নিজের খালি সিলিন্ডারের ওপরই বসে পড়েছেন। গত কয়েক দিনে রান্নার গ্যাসের বুকিং এক ধাক্কায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তেল সংস্থাগুলিও হাত গুটিয়ে নিয়েছে। জানানো হয়েছে, এবার থেকে দুটি বুকিংয়ের মাঝে অন্তত ২১ দিনের (ডাবল সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ৩০ দিন) ব্যবধান থাকতে হবে। এই ‘লক-ইন’ পিরিয়ড বা বুকিংয়ের কড়াকড়ি দেখে সাধারণ মানুষের আশঙ্কা, তবে কি সত্যিই ফুরিয়ে আসছে গ্যাস? সরকার অবশ্য সাফ জানাচ্ছে, দেশে গ্যাসের কোনও অভাব নেই। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ‘‘জ্বালানি নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, আমাদের হাতে যথেষ্ট মজুত আছে।’’ তা সত্ত্বেও কেন এই হাহাকার? বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি মূলত ‘প্যানিক বায়িং’ বা আতঙ্কজনিত কেনাকাটা। সাধারণ মানুষ ভয় পাচ্ছেন, লোহিত সাগর বা হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে বিদেশ থেকে আসা এলপিজি জোগান বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, ভারতের মোট এলপিজি চাহিদার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আসে আরব দুনিয়ার দেশগুলি থেকে। দিল্লির ইন্ডিয়ান গ্যাস ডেলিভারি পার্টনারদের দাবি, গ্যাসের অভাব নেই, রোজই ট্রাক আসছে। কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর স্তরে তৈরি হওয়া জট এবং কালোবাজারিদের দাপটে কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে শিল্পক্ষেত্রেও। উত্তরপ্রদেশের খুরজায় সিরামিক কারখানায় যে গ্যাসের দাম আগে ছিল কেজি প্রতি ৬৯ টাকা, তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪ টাকায়। এমনকি পুণের বৃহত্তম শ্মশানেও গ্যাস-চালিত চুল্লি বন্ধ রাখতে হয়েছে ‘গ্যাসের অভাব’-এর দোহাই দিয়ে। সরকার বলছে হাতে ৩০ দিনের মজুত আছে, আমেরিকা থেকেও গ্যাস আসছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন বাড়ির দোরগোড়ায় সিলিন্ডার পাচ্ছেন না, তখন সরকারি আশ্বাসে চিঁড়ে কতটা ভিজবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

চাপে পড়ে পদত্যাগ করলেন? হেঁয়ালি রেখে কথা বললেন বোস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চঃ কেন তিনি আচমকা পদত্যাগ করলেন? রাজ্যপালের পদ থেকে সিভি আনন্দ বোসের ইস্তফার কারণ নিয়ে জল্পনা থামছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বোসের পদত্যাগ নিয়ে মন্তব্য করছেন। কলকাতায় এসে ইস্তফার কারণ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না স্বয়ং আনন্দ বোস। সোমবারও তাঁর ইস্তফার কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠে। চাপের মুখে ইস্তফা কি না জানতে চাওয়ায়, বাংলার সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল হেঁয়ালি রেখে বললেন, চিকিৎসক বলেছেন তাঁর প্রেসার নর্মাল। এদিন তিনি আরও জানালেন, বাংলা ছেড়ে যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করবেন। এদিন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয় সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। শনিবার মেট্রো চ্যানেলে ধরনা মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘‘সিভি আনন্দ বোসকে কেন সরানো হয়েছে আমি সব জানি। কিন্তু বলব না। ভয় দেখানো হয়েছে, থ্রেট করা হয়েছে। একটু আমি বলতে পারি।’’ এদিন প্রাক্তন রাজ্যপালের কাছে জানতে চাওয়া হয়, রাজনৈতিক চাপে কি তিনি পদত্যাগ করেছেন? হেঁয়ালি রেখে আনন্দ বোস বলেন, ‘‘আমি চাপে পড়ে পদত্যাগ করেছি কি না, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে আমার প্রেসার সম্পর্কে জানতে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। উনি জানিয়েছেন, আমার প্রেসার নর্মাল।’’ বাংলায় রাজ্যপাল হয়ে আসার পর রাজ্যের মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে আনন্দ বোসকে। বাংলায় বই লেখার ইচ্ছে প্রকাশও করেছিলেন। বাংলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে এদিন তিনি বলেন, ‘‘বাংলার মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমি বারবার বাংলায় ফিরে আসব। বাংলার মানুষের সঙ্গে কথা বলব। দেখা করব। কেরলের সঙ্গে বাংলাকেও আমি নিজের ঘর মনে করি। আমি বাংলাকে ভালোবাসি।’’ রবিবার বাংলায় এলেও লোকভবনে থাকছেন না আনন্দ বোস। গতকাল প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘অভিমানে লোকভবনে যাননি প্রাক্তন রাজ্যপাল।’ এই নিয়ে এদিন আনন্দ বোস বলেন, ‘‘যতদিন রাজ্যপালের পদে ছিলাম, লোকভবনে থাকতাম। আমি মানুষের মাঝে মানুষের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করি। তাই অন্য জায়গায় আছি।’’ বাংলায় রাজ্যপাল হয়ে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু, বিভিন্ন ইস্যুতে লোকভবনের সঙ্গে নবান্নের দূরত্ব বাড়ে। আনন্দ বোসকে নিশানা করেন মমতা। এদিন প্রাক্তন রাজ্যপালকে প্রশ্ন করা হয়, রাজ্য ছাড়ার আগে তিনি কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন? উত্তরে আনন্দ বোস বলেন, ‘‘আমি যতদিন এখানে দায়িত্বে ছিলাম, প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। আমি প্রশাসনিক সকলের সঙ্গে দেখা করব এই বাংলা ছাড়ার আগে। তার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রয়েছেন।’’ কুণাল ঘোষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষা নিয়ে প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেন, ‘‘অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। কথা বলছেন। আমি ভালো স্মৃতি নিয়ে বাংলা থেকে যেতে চাই।’’

বাংলায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়েছে। এর বিরুদ্ধে আবেদন জমা পড়ল সুপ্রিম কোর্টে। আজ, সোমবার, আবেদনকারীদের তরফে এনিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সিনিয়র আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। আবেদনের দ্রুত শুনানির আরজি জানান তিনি। সে সময় প্রধান বিচারপতি জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে জুডিশিয়াল অফিসারদের এড়িয়ে গিয়ে এভাবে কোনও আবেদন শোনা সম্ভব নয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবী গুরুস্বামী বলেন, আবেদনকারীরা বঞ্চনার শিকার। আগামীকাল সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার শুনানি আছে। সেই মামলার সঙ্গে এই বিষয়টিও শুনতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। এসআইআর পর্বের শেষে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তাতে রাজ্যের প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। এছাড়া ৬০ লক্ষের বেশি নাম বিবেচনাধীন ছিল। ‘অ্যাডজুডিকেশন’ বা বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা নামগুলির নিষ্পত্তিতে গত মাসে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট।

ফুল বেঞ্চ বৈঠকে দু’দফায় ভোটের দাবি রাজনৈতিক দলগুলির!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চঃ বাংলায় এসে জাতীয় ও রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করল নির্বাচন কমিশন। স্বাভাবিক নিয়মেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রকম সর্বদলীয় বৈঠক করে থাকে কমিশন। এদিন সেই বৈঠক সূত্রে বাংলায় এসেছিল কমিশনের ফুল বেঞ্চ। দেখা করল মোট সাতটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। তাদের মধ্যেই রয়েছে রাজ্যে শাসকশিবির, প্রধান বিরোধী দল, শূন্যের গেরোয় আটকে থাকা বাম-কংগ্রেসও। এদিন প্রতিটি দলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে সেই কথোপকথন ও কমিশনের কর্তাদের কাছে করা দাবি তুলে ধরেছে সংশ্লিষ্ট দলগুলি। কিন্তু এই সর্বদলীয় বৈঠক নিয়ে কমিশনের কী মত? কাদের দাবিতে সিলমোহর দিল তাঁরা? কাদের দাবিতে দিল না? ইতিমধ্যেই একটি প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে তারা জানিয়েছে, বেশির ভাগ দল রাজ্যে হওয়া ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের প্রশংসা করেছেন। যদিও চন্দ্রিমা-সেলিমরা বৈঠক থেকে বেরিয়েই এসআইআর নিয়ে সুর চড়ান। এদিন কমিশনের ফুল বেঞ্চের টেবিলে ১৬ দফার রাখে বিজেপি। মূলত, রাজ্যে ভয়মুক্ত নির্বাচন আয়োজনের দাবি তোলে তারা। বিবৃতিতে কমিশন সেই দাবিতেই সিলমোহর দিয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম না করেই আশ্বস্ত করেছে তাঁরা। জ্ঞানেশ কুমার রাজনৈতিক দলগুলিকে বলেছেন,

কমিশন রাজ্যে স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট করাতে উদ্যত্ত। এই মর্মে জিরো টলারেন্স নীতিকেই আধার করা হবে। পাল্টা রাজনৈতিক দলগুলিও কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলেই জানিয়েছে। রাজ্যের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল দুই দফায় ভোটের দাবি জানিয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোট দু’দফাতেই হবে কিনা তা এখনও বিবেচনাধীন। এছাড়াও, কমিশন বিবৃতিতে সাফ লিখেছে, এসআইআর প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ভাবেই হচ্ছে। যে কোনও নাম মোছার, যোগ করার বা পরিবর্তনের জন্য এখনও ৬, ৭ ও ৮ নম্বর ফর্ম পূরণের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে তাঁরা। এদিন তৃণমূলের তথ্যে বলা হয়েছে তালিকা থেকে মোট ৬৩,৬৬,৯৫২ জন ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ নাম বাদ দেওয়ার জন্য ‘ফর্ম-৭’ আবেদন জমা পড়েছিল মাত্র ৪২,২৫১টি। অর্থাৎ আবেদনের তুলনায় প্রায় ১৩ গুণ বেশি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যার কোনও সদুত্তর মেলেনি। এখনও প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের নাম ‘অ্যাডজুডিকেশন’ বা বিচারপ্রক্রিয়ার অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে। তৃণমূল জানিয়েছে, সবথেকে অবাক করা বিষয় হল, এই কোপে পড়েছেন শাসকদলের বিধায়ক, মন্ত্রী ও কাউন্সিলররা। তালিকায় নাম ‘ডিলিটেড’ বা বাদ পড়েছে নৈহাটি পুরসভার কাউন্সিলর সুশান্ত সরকার এবং তাঁর মায়ের। বিচারপ্রক্রিয়ার গেরোয় আটকে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, আমডাঙার তিন বারের বিধায়ক রফিকুর রহমান, কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল এবং চণ্ডীতলার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার। এমনকি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ এবং তাঁর মায়ের নামও ঝুলে রয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের। সূত্রের খবর এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে জ্ঞানেশ কুমারকে তাপস রায় পরিষ্কার করে বলেছেন, বাংলায় ‘ডেমোক্র্যাসি রেস্টোর’ করে ভোট করাতে হবে। সমাজবিরোধী, তোলাবাজ, দুষ্কৃতী, গুণ্ডা এবং সরকারের দলদাস পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীদের শায়েস্তা না করলে ভোট অবাধ ও স্বচ্ছ হবে না। প্রতি পদে পদে ম্যানুপুলেট করার চেষ্টা করবে। কীভাবে তা কমিশন করবে সেটা ভেবে দেখুক। সোমবার সকালে আটটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এক প্রস্থ আলোচনার পরেই জেলাশাসক ও কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কিন্তু সেই বৈঠকেই তিন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাজে চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে তাদের কার্যত ধমক দিলেন সিইসি। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে বিশেষ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইনটেলিজেন্স এবং আয়কর বিভাগের প্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন জ্ঞানেশ কুমার। ভোটের আগে আর্থিক লেনদেন ও প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে এই সংস্থাগুলির আরও সক্রিয় ভূমিকা আশা করেছিল কমিশন। কিন্তু তাদের গাফিলতি বা প্রস্তুতির অভাব নজরে আসতেই কড়া মেজাজে প্রশ্ন তোলেন মুখ্য কমিশনার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র আধিকারিকে প্রশ্ন সিইসিআই-এর, বেআইনি অর্থের লেনদেন এবং অবৈধ টাকা উদ্ধারে আপনাদের ভূমিকা এখনও পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক নয়। সূত্রের খবর, আরবিআই-এর আধিকারিক বলার চেষ্টা করেন ‘‘আমাদের ক্ষমতা সীমিত, লোকবল ও সীমিত’’, কিন্তু সেই সময়ই জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ‘‘অজুহাত দেবেন না। যা করার করতে হবে। প্রতিটা নির্বাচনেই কমিশন যেসব নির্দেশ দেয় সেগুলো সঠিকভাবে পালন করতেই হবে।’’ রাজ্য সরকারের অধীনস্থ এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে (আবগারি দফতর) পরিস্কার হুঁশিয়ারি মদের উৎপাদন যেন বৃদ্ধি না পায়, সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বিশেষ নজর দিতে হবে এই বিষয়ে। বিশেষ করে কান্ট্রি স্পিরিট (বাংলা মদ) এর উৎপাদন ও বিক্রিতে রাস টানতে হবে। সূত্রের দাবি, বৈঠকে রাজ্যের আধিকারিকদের উদ্দেশে কমিশন বলেছে, যদি কেউ ভাবেন, দেড় মাসের জন্য কমিশন সক্রিয়, তার পরে আর নয়, তা খুব ভুল ভাবনা।

মমতাকে ধরনা তোলার অনুরোধ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চঃ এসআইআরে বিচারাধীন ভোটারদের প্রত্যেকের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ পথে লড়াই চালিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্মতলায় গত তিনদিন ধরে চলা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনামঞ্চ থেকে একাধিকবার একথা শোনা গিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। সোমবারও ফের সেকথাই মনে করালেন। বললেন, ‘‘আমাদের লড়াই ততক্ষণ চলবে যতদিন না আপনারা (নির্বাচন কমিশনার) এই ৬০ লক্ষ মানুষকে তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছেন।’’ কিন্তু একইসঙ্গে দলনেত্রীর কাছে তাঁর অনুরোধ, ‘‘আপনি রাস্তায় থাকতে চান। কিন্তু রাজ্যের মানুষের স্বার্থে তাদের জন্য লড়াইয়ের কথা ভেবে আপনার শরীর খারাপ করবেন না। তৃণমূলের ছাত্র যুব আছে। তারা লড়াই বুঝে নেবে।’’ অভিষেকের এই কথা থেকেই স্পষ্ট, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরনা তুলে নেওয়ার কথা বলছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৯৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩২

প্রেসিডেন্সি জেলে বিপ্লবী পারুল

প্রেসিডেন্সি জেলের কালো অন্ধকার একটা সেল। স্যাঁতস্যাঁতে, দিনের বেলাতেও আলো বাতাস ঢোকে না মোটে। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে সেখানে রাখা হয় কয়েদীদের। এরই মধ্যে উজ্জ্বল চোখের এক তরুণীকে আলাদা করে চোখে পড়ে। মেয়েটি সমানে হাঁটছেন জেলের অলিন্দে। বেলাশেষের আলো ম্লান হয়ে আসছে তখন। খানিক পরেই অন্ধকার, দুর্গন্ধ সেলে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবে জেল কর্তৃপক্ষ। সেদিন বোধহয় একটু তাড়াও ছিল মেট্রনের। পুরোপুরি সন্ধ্যা নামার আগেই গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মত ধাক্কা মেরে, ঠেলে মেয়েগুলিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল সেলে। তাড়াতাড়িতে ধাক্কা মারল সে তরুণীকেও। নিমেষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেট্রনকে সপাটে এমন এক চড় মারলেন মেয়েটি যে ঘুরে পড়েই গেল সে। মেট্রনের গায়ে হাত? জেলের অন্যান্য কর্মীরা ছুটে এল ঘটনাস্থলে। মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে শুরু হল বেধড়ক মার। ততক্ষণে গন্ডগোল শুনে অন্যান্য রাজবন্দীরাও ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জেলকর্মীদের ওপর। সেই যাত্রায় বেঁচে গেলেন মেয়েটি। কিন্তু ভূমিশয্যা ছেড়ে যখন তিনি উঠতে পারলেন তখন তাঁর সারা মুখ রক্তাক্ত। পারুল মুখার্জির আঘাতের পরিমান দেখে শিউরে উঠলেন বাকি রাজবন্দীরা। তার মধ্যেও হাসছেন তরুণী। সে হাসি বিজয়ের, সে হাসি তাচ্ছিল্যেরও। এর প্রায় বছর দশেক আগের ঘটনা। উঠোনে বসে বই পড়তে পড়তে আড়চোখে দাদাকে দেখছে এক বালিকা। দাদা অমূল্য মুখার্জি উঠোনে লাঠি নিয়ে নানারকম কসরৎ করছেন । দেখতে দেখতে চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে মেয়েটার। সে জানে তার দাদা ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা। বাবা গুরুপ্রসন্ন মুখার্জিকে সে দেখেছে বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি আর ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেও অটল থাকতে। অনেক দিন ধরেই একটা কথা মাথার মধ্যে ঘুরছে মেয়েটির। সেদিন কথাটা বলেই ফেলল সে দাদাকে। তারা দুই বোন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিতে চায়। অমূল্যও এটাই চেয়ে এসেছিলেন মনে মনে। পরদিনই তিনি দুই বোন ঊষা এবং পারুলকে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিলেন অনুশীলন সমিতির আখড়ায়। দেখতে দেখতে দুই বোনই লাঠি চালানোয় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ছোরা আর তরোয়াল জীবন্ত হয়ে উঠত ঊষার হাতে। এরই মধ্যে ১৯২৯ সালে কুমিল্লায় একটি ব্রিটিশ বিরোধী সাংস্কৃতিক সম্মেলন হল। কলকাতার অনুকরণে নারী স্বেচ্ছাসেবী সমিতি গঠন করেন কিশোরী পারুল। বোন ঊষাও যোগ দেন এতে। পারুলের বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে লাগল পুরোদমে। কিন্তু সন্তর্পণে কাজ করলেও একসময় পুলিশের নজর পড়ল তাঁর দিকে। ১৯৩২ সালে কুমিল্লায় তাকে নিজ গৃহে অন্তরীন করা হল। যদিও এভাবে তাঁকে আটকে রাখা গেল না বেশিদিন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালালেন পারুল। গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রংপুর, দিনাজপুর, বরিশাল, খুলনার মতো নানা জায়গায়। সেখানে গোপনে মজবুত করতেন সংগঠন। ছেলেদের অস্ত্রচালনা থেকে বোমা বানানো সবই শেখাতেন তিনি। পুলিশকে বোকা বানানোর জন্য একাধিক ছদ্মনাম নিয়েছেন সেইসময়। কখনও নীহার কখনও শান্তি, আরতি, সুরমাদেবী অথবা খুকি বলে চিনতেন তাঁকে বাকি বিপ্লবীরা। আলিপুর জেলের দুই পলাতক বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং শ্যামবিনোদ পালচৌধুরি ছাড়া কেউই তাঁর আসল নাম জানত না। এই সময়েই তাঁর বিপ্লবী জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেলেন পারুল। তখন টিটাগড়ের একটি আখড়ায় বোমা তৈরির বিপুল কর্মকান্ড চলছিল। বাড়িটি সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য পারুলকে উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

দরদী শিল্পী হেমন্ত

স্টুডিও স্তব্ধ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীকে সবার সামনে এভাবে বলা! কিন্তু হেমন্তবাবু একটা কথাও বললেন না। চুপচাপ আবার গাইলেন। গানটা ছিল; ‘এক গোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে বললাম...’। গানটা সুপারহিট হল। আর আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় একটা ঘটনার পরেও দুই বন্ধুর সম্পর্কে এতটুকু ফাটল ধরেনি। কারণ হেমন্তবাবু জানতেন, গানের সময় নচিকেতা ঘোষ কারোর বন্ধু নন, তিনি শুধু সুরের দাস। সুরকার নচিকেতা ঘোষ নামের মহাসাগরে ডুব দিলে মণি-মুক্তো ফুরোয় না। একবার মুম্বইয়ে ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ ছবির গান রেকর্ড হবে। রঞ্জিত মল্লিকের লিপে ‘কিচিমিচি কিচিমিচি’ গানটা গাওয়ানোর ইচ্ছে কিশোর কুমারকে দিয়ে। নচিকেতা ঘোষ ফোন করতেই কিশোরদার উচ্ছ্বাস, আরে নচিদা! ঠিক আছে, আমি ইকবালকে পাঠাচ্ছি। ইকবাল কে? কিশোর কুমারের ড্রাইভার! ড্রাইভার এসে যখন টাকার অঙ্ক কষতে শুরু করলেন, তখন নচিকেতা ঘোষের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তিনি সটান জানিয়ে দিলেন, গান কিশোর কুমার গাইবেন না। সেই গান গাইলেন মান্না দে এবং সুপারহিট হলো। অথচ সম্পর্কটা কিন্তু খারাপ ছিল না। এর অনেক আগে ‘শেষ থেকে শুরু’ ছবিতে যখন ‘বল হরি হরি বল’ গাওয়ানোর সময় কিশোর কুমার এক তাড়া নতুন নোট (ওনার খুব পছন্দের) পেয়েছিলেন, তখন খুশি হয়ে সুরকারকে লুচি খাওয়ানোর আবদার জুড়েছিলেন! সম্পর্কটা এমনই অম্ল-মধুর ছিল। এই ছবিরই রেকর্ডিংএর আরেকটি গল্প। তখন ঠিক হয়ে গেছে কিশোর নন, মান্না দে গাইবেন; সঙ্গে আশা ভোঁসলে। কিন্তু বাধ সাধলেন অ্যারেঞ্জার লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের সহকারী সুমিত মিত্র। তিনি ডেট দিতে চাইলেন না। নচিকেতা ঘোষ রেগে আগুন! সোজা বলে দিলেন, শুনুন, গান হবে না তো হবে না। স্টুডিওতে দরকার হলে ফুটবল খেলব। কিন্তু এই ডেটটা আপনি পাবেন না। শেষে আশা ভোঁসলে বললেন, ঘোষদাদা, ইয়ে সব বদমাসি হ্যায়। আপ কিজিয়ে আপনা কাম। আমি আপনার সঙ্গে আছি। সেই অ্যারেঞ্জার ছাড়াই গান রেকর্ড হলো, এবং সুপারহিট হলো, ‘আলো আর আলো দিয়ে’।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

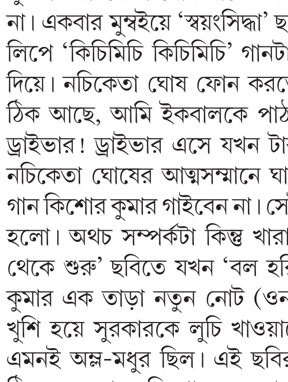

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন সম্ভব হবে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

বিবেকানন্দ বলেছেন, সঙ্গীত সাধনার মধ্যে মায়ের সাধনা রয়েছে। মাতৃ সাধনার মধ্যেই শক্তি লুকিয়ে রয়েছে। সেই শক্তিকে অর্জন করতে গেলে মাতৃ ভক্ত হতে হবে। মা যদি তার সন্তানদের শক্তি দেন সেই শক্তিশালী সন্তানকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। তিনি অপরাজিত থাকেন। সহজে তাকে কেউই পরাস্ত করতে পারে না। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শ্যামা মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্যামা মা জাগতিক শক্তির অর্জন করেছেন। মা শ্যামার মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মা কালীর ভক্ত হতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক কালী সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। শ্যামা মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নে কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য

বিশেষ প্রতিবেদক

তেমন কোন কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী না হলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে একক, এবং আজও এখানে তাঁর সমগোত্রীয় অন্য কেউ নেই; এবিষয়ে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে কোন দ্বিমত লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসে দেখা যায় যে, একদিন আধুনিক বাংলার কাব্যসাহিত্যে যিনি তাঁদের সম্মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাষা পেয়েছিল; আর তারপরে ‘মেঘনাদবধ’ ও ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে মধুসূদন দত্ত যুগপৎ যে ভেরী-নিনাদ ও বংশী-ধ্বনি করেছিলেন, তাতে বাংলা সাহিত্য দ্বেষী ও প্রতীচ্য সাহিত্যে অনুরাগী পাঠকরাও স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, ;যদিও মধুপ্রতিভার বিরাটত্ব ও অনন্যসাধারণত্ব সম্পর্কে সেযুগের অনেকেরই তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কবি-যশ প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর একারণেই অতীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর একটি সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতায় একথা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করতে গিয়ে, গুপ্তকবির মৃত্যুর প্রায় সাত বছর পরে লিখেন-‘ আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে, জীবে তুমি, নানা খেলা খেলিলা হরষে; যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে মন্দ স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে নাহি কি হে জ্যোতিঃ ভাল স্বর্ণের পরশে?’

তবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দেশবাসীদের চিত্তে অম্লান হয়ে বিরাজ করতে পারেননি, এটা কিন্তু নিতান্ত অহেতুক নয়; বরং এর পিছনে একাধিক ঐতিহাসিক কারণ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি নিম্নরূপ; প্রথমতঃ, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সেযুগের শিক্ষিত বাঙালির নব-জাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষা তেমন কিছু পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেনি, এবং একইসাথে তাঁর রুচিও তখন তাঁদের মনকে বিভিন্ন সময়ে ব্যথিত করে তুলেছিল। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল আগে, ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ নামক আখ্যান-কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন এমন একটি কাব্যের সন্ধান পেয়েছিল, যেটার মধ্যে তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন তাঁর প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল; এবং সমালোচকদের মতে, সমকালীন অন্যান্য লেখকদের কথা বাদ দিলেও রঙ্গলালের আখ্যান-কাব্যে ও দীনবন্ধু মিত্রের বিভিন্ন রচনায় এই প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একইসাথে একথাও সত্যি যে, তখন যাঁরা কাব্যে প্রাচীনরীতি ব্যবহার করবার পক্ষপাতী ছিলেন ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় তেমনভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, তাঁরাও দীর্ঘকাল ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাগুলি থেকে রস আহরণ করতে পারেননি। এর প্রথম কারণ হিসেবে সমালোচকরা মনে করে থাকেন যে, যে কল্পনাবিলাস, শিল্প-নৈপুণ্য এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হলেই কোন কবি বা লেখক মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করতে পারেন,;ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে তেমন কিছু আদৌ ছিল না। এছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যরচনা যেমন অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় সেযুগে প্রায় অপাঠ্য হয়ে উঠেছিল, একইসাথে তাঁর কবিতাও যে জায়গায় জায়গায় অলঙ্কারের অযথা-প্রয়োগের জন্য কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট হয়নি, একথাও বলা চলে না। অবশ্য, যিনি নিজের প্রথম জীবনে সেযুগে বহুলভাবে প্রচলিত থাকা কবি ও হাফ আখড়াইয়ের দলের জন্য গান বেঁধে দিয়েছিলেন; এবং দাশরথি রায় প্রমুখ পাঁচালিকারদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর নিজের রচনায় অলঙ্কার-প্রয়োগের দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁক থাকাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এছাড়া সেযুগের মানুষের রুচিও যদিও একারণে অনেকটাই দায়ী ছিল, কিন্তু তবুও একইসাথে একথা অস্বীকার করবার কোন জায়গা নেই যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় অলঙ্কার-প্রয়োগ কিছুতেই সর্বত্র রসের পরিপুষ্টি সাধন করতে পারেনি। অন্যদিকে ঈশ্বর গুপ্ত তখন তাঁর রচনায় যে বাস্তব রসের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং প্রয়োজনের বস্তু থেকেও প্রয়োজনের অতীত যে কাব্যরস আহরণ করেছিলেন, সেসব সহজে আস্বাদনযোগ্য বলেই দীর্ঘকাল ধরে উপভোগ্য হয়ে থাকতে পারেনি; আর একারণেই ঈশ্বর গুপ্তের এধরণের রচনাগুলি তখন সহজেই মানুষের কাছে পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। আবার, ঈশ্বরচন্দ্র অনেক পরিমার্থিক ও ভক্তি রসাত্মক কবিতা রচনা করলেও, এবং এসবের বিভিন্ন জায়গায় তিনি দেহের অনিত্যতা ও বৈরাগ্যের মহিমার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেও, একজন প্রকৃত সাধকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও কাতর আকুতি তাঁর রচনায় কখনোই আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এমনকি তাঁর ‘মনের মানুষ’ প্রভৃতি দু’-একটি কবিতায় যে বাউল গানের প্রভাব দেখা যায়, তাতেও কিন্তু তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আর সমালোচকদের মতে, অতীতে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরের প্রতি পিতৃ-ভাব ও রামপ্রসাদের জগজ্জননীর প্রতি মাতৃভাবের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই বলে যে মন্তব্য করেন, সেটাকে তাঁর সাহিত্যগুরুর উদ্দেশ্যে অতিপ্রশস্তি ছাড়া কিছু বলা চলে না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কয়েকটি কারণের জন্য ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে একক স্থান অধিকার করে রয়েছেন বলে তিনি চিরকালই বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এরমধ্যে প্রথম কারণটি হল যে, ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম আধুনিক বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিলেন, তাঁর রচনাতেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সর্বপ্রথম উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেছিল, বিভিন্ন সাময়িক পত্রকে উপলক্ষ্য করে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যিক সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই একসময়ে বালক বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও স্বল্পজীবী দ্বারকানাথ কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ও নিজেদের আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এসব ছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম সমসাময়িক যুদ্ধগুলিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, তিনি নিজের এসমস্ত কবিতায় শুধু বৃটিশ শক্তির মহিমা কীর্তনই করেননি, বরং ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর সময়কার সবধরণের আন্দোলনকেই তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছিলেন, এবং এমনকি ঝাঁসির রানীর মত একজন বীরাঙ্গনাও তখন তাঁর এই জঘন্য আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে এর বিপরীতে তাঁর কবিতাতেই সর্বপ্রথম জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল, আর তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালির প্রাণের কথা বাঙালির প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। এসব ছাড়া তাঁর রচনাতেই সর্বপ্রথম শুধু ইংরেজি শব্দ নয়, বরং পাশ্চাত্য ভাবধারাও স্বচ্ছন্দে প্রবেশলাভ করেছিল;যা প্রধানতঃ সমকালীন ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’, ‘নীতি-তরঙ্গিণী সভা’ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সংশ্রবের ফল ছিল; কিন্তু এর বিপরীতে আবার তাঁর রচনাতেই সর্বপ্রথম বাংলার কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে পল্লীর জনসাধারণের যোগবন্ধন প্রায় ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং এরফলে ‘কবিতা-সরস্বতী’ সত্যি সত্যিই নগরবাসিনী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া নতুন ধরণের ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম পথ প্রদর্শন করেছিলেন; আর নিজের এসব রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি তখনকার ক্ষীয়মান রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বলে তাঁর এসব রচনার সাহিত্যিক মূল্যের থেকে ঐতিহাসিক মূল্যই বেশি; এবং সর্বোপরি তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণগুলি সংগ্রহ করে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কৃতজ্ঞতা ভাজন হতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে তাঁর সম্পাদিত ‘কালী-কীর্তন’ ও তাঁর রচিত ‘কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত’ প্রভৃতি গ্রন্থের কথা স্মরণীয়।

মোট কথা হল যে, ঈশ্বর গুপ্তের ভিতরে একটা দ্বৈত সত্তা ছিল বলে তিনি একদিকে যেমন বাঙালি ইংরেজদের অনুকরণ-মোহ ত্যাগ করে খাঁটি বাঙালির মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক, বাংলার মেয়ে বিবিয়ানার মুখে লাথি মারুক;এসব চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার ‘উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে’;এটাও আশা করেছিলেন। আবার আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করলেও তিনি নিজের কবিওয়ালা-সুলভ রুচি ত্যাগ করতে পারেননি।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী

‘গান্ধিবুড়ি’ মাতঙ্গিনী ডক্টর মণি ভৌমিককে লালন পালন করেন

শুভব্রত মৈত্র

‘গান্ধীবুড়ি’ মাতঙ্গিনী হাজরা পুত্রস্নেহে লালনপালন করেছিলেন ড. মণি ভৌমিককে। ‘দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর রুটের মাঝে মেছেদা স্টেশন থেকে মিনিট দশেক বাসে যাওয়ার পর ‘নোনাকুড়ি’ (কাঁকটিয়া বাজার) স্টপেজ সেখান থেকে স্বল্পদূরত্বেই গ্রাম হোগলা। এই গ্রামেরই দণ্ডপাট পাড়ায় একমাত্র মাইতি পরিবারে ছোট্ট কুঁড়েঘরে কৃষক ঠাকুরদাস মাইতি ও তাঁর স্ত্রী রজনী দেবীর বসবাস। দরিদ্র এই পরিবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরপর তিন কন্যাসন্তান কোকিলাবালা, মাখন বালা ও মগনবালা-দের আগমন। চতুর্থবার পুত্রসন্তানের আশায় ঠাকুরদেবতার পূজা-আচ্চা বার-ব্রত করে বুক বাঁধলেও রজনী দেবীর কোল আলো করে জন্ম নিল এক কন্যা; সিংহ রাশিতে জন্ম বলে বাড়ির এক পুরোহিত ভট্টাচার্যমশাই জন্মকোষ্ঠী তৈরি করার সময় নবজাতিকার নামকরণ করলেন মাতঙ্গিনী সবাই আদর করে ডাকত ‘মাতু’ বলে। ছোটোবেলা থেকে বুদ্ধিমতী হয়েও বেশি পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি। বাবার কাছে ‘বর্ণপরিচয়’ পড়া আর রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনেই যতটুকু শিক্ষা। মায়ের চাপেই মাত্র ১১-১২ বছর বয়সে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা সোয়াদীঘি খালের ওপারেই আলিনান গ্রামের বাসিন্দা, পুত্রবধূ, নাতি সহ বিপত্নীক ৬০ বছরের বিত্তবান ত্রিলোচন হাজরাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন মাতঙ্গিনী। মেনেও নিয়েছিলেন হাসিমুখে। কিন্তু ৬ বছর স্বামীর সান্নিধ্যে সুখ কাটানোর পর ভাগ্য বিপর্যয়ের বিড়ম্বনায় স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। বয়সে বড়বউমা এবং সতীনপুত্র মহেন্দ্রর সংসারে অশান্তির জেরে ফিরে আসেন বাপের বাড়িতে। হোগলার বাপের বাড়িতে ফিরে আসবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মা রজনী দেবী মারা গেলেন। বাপের বাড়ি, পাশেরই ডুমরার বড়দি এবং ধলহরার ছোড়দির বাড়ি গিয়ে সময় কাটত তাঁর। হঠাৎই একদিন ঠাকুরদাস তাঁর সমস্ত জায়গাজমি সন্তানহীনা মাতঙ্গিনীকে দানপত্র করে দিয়ে কিছুদিন পরই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন চিরতরে। পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তির পর বড়দি, ছোড়দি তাঁদের গৃহে সাময়িক আশ্রয় দেওয়ার আহ্বান জানালেও সারাজীবনের জন্য রাখতে চাননি। অগত্যা মাতঙ্গিনী বাস্তবকে মেনে নিয়ে সতীনপুত্র মহেন্দ্রনাথের সহায়তায় আলিনালে স্বামী গৃহের পাশে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে বসবাস করতে লাগলেন। পিতার দেওয়া সম্পত্তি আলিনানের দ্বারিকানাথ হাজরাকে বিক্রি করে টাকা তিন ভাগ করে দুভাগ দু-দিদিকে দিয়ে নিজের ভাগের টাকায় একটা গোরু কিনে দুধ বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন লোকের বাড়িতে ধান কুটে দিয়ে বিনিময়ে চাল পেয়ে সংসার চালিয়েছেন। অবসর সময়ে পায়ে হেঁটে পাশাপাশি গ্রামের কিছু মানুষের বাড়ি গিয়ে গল্পগুজব করেই সময় কাটত মাতঙ্গিনী দেবীর। এই আসা-যাওয়ার সূত্র ধরেই ১৯২০-র পর দেশের গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের ধাঁচে মেদিনীপুর জেলায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন সফল হওয়ার পর এই আন্দোলনেরই সহযোগী গুণধর ভৌমিকের বাড়িতে যাতায়াত ও তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবীর সঙ্গে আলাপ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য চাকরি ছেড়েছেন গুণধরবাবু। দারিদ্র্য গ্রাস করেছে সংসারে। এমনই অবস্থায় গুণধরবাবুর বড়সন্তান মণিলাল ভৌমিক ১৯৩১-এ জন্ম নিল। একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মিটিং মিছিলে উভয়ের যোগদানে বাড়ির বাইরে থাকা আর দারিদ্র্যতা- দুইয়ের জাঁতাকলে বড়ই অসহায় মণিলাল। কিন্তু সন্তানহীনা মাতঙ্গিনী দেবী প্রায়ই ওঁদের বাড়িতে থেকে নিজ পুত্রস্নেহে বছর বারো ১৯৪২-এর মৃত্যুর আগের দিন ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লালন-পালন আদর-যত্নে আগলে রেখেছিলেন স্নেহের মণিকে-যিনি আজ বাঙালি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী; মাতঙ্গিনীর অনুপ্রেরণায় তিনি সম্মানের শিখরে পৌঁছেছিলেন।’

(ড.মণিলাল ভৌমিক বা সংক্ষেপে মণি ভৌমিক হলেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঙালি মার্কিন পদার্থবিদ ও বিখ্যাত লেখক। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি বিজ্ঞানী একই সঙ্গে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি এবং ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স-এর ফেলো নির্বাচিত হন।)

গান্ধিবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা নাম ইতিহাসের পাতার লেখা থাকবে। তিনি যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের মানকে উজ্জ্বল করে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য আত্মবলিদান করেছিলেন তাতে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গর্বিত। তিনি গান্ধিজির পথকে অন ুসরণ করেন। তিনি অসহযোগিতা আন্দোলনে যোগদান করতেন এবং গোপনে বাংলার বহু বিপ্লবীদের সহযোগিতা করতেন। সেই সব কথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা রয়েছে। সকলেই মাতঙ্গিনীকে গান্ধিবুড়ি বলে ডাকতো। তার এক মাত্র কারণ সেই সময়ে গান্ধিজির আদর্শকে গ্রহণ করে মেদিনীপুরে অসহযোগিতার পরিসেশ গড়ে তোলেন তিনি।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে ঘৃণার রাজনীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে

পরেশ পাল

ঘৃণার রাজনীতির শেষ পরিণতিঞ্ কেউ রক্ষা পায় না। সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে এমন বহু মুহূর্ত আছে, যখন মানুষের আবেগ, ভয় এবং বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতার এক অদ্ভুত খেলা শুরু হয়েছে। এই খেলাকে আমরা সাধারণত ঘৃণার রাজনীতি বলে চিহ্নিত করি। ঘৃণার রাজনীতি এমন এক প্রবণতা, যা মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করে, প্রতিবেশীকে শত্রুতে পরিণত করে এবং এক সময় গোটা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম শিক্ষা হল;এই রাজনীতি কখনও শেষ পর্যন্ত কাউকেই রক্ষা করে না। যে শক্তি ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে নিজের পথ তৈরি করতে চায়, শেষ পর্যন্ত সেই আগুনেই তার নিজের ভিত্তিও দগ্ধ হয়ে যায়। রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যখন রাজনৈতিক শক্তিগুলি স্বল্পমেয়াদি লাভের জন্য মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে শুরু করে, তখন রাজনীতির সেই মৌলিক উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। তখন মতভেদ আর যুক্তির জায়গা নেয় সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঘৃণা। এক সময় মানুষকে বোঝানো হয় যে তাদের দুর্দশার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, মতাদর্শ বা গোষ্ঠী দায়ী। এই ধারণা যত গভীরে প্রবেশ করে, সমাজ তত বেশি বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ঘৃণার রাজনীতি কখনও একদিনে জন্ম নেয় না। এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রথমে কথার মাধ্যমে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়, তারপর সেই কথাকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে মানুষের মনে ভয় ও সন্দেহের বীজ বপন করা হয়। যখন সেই ভয় মানুষের চেতনায় স্থায়ী হয়ে যায়, তখন তা সমাজের আচরণে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। প্রতিবেশীর প্রতি অবিশ্বাস জন্ম নেয়, সামাজিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং মানুষের মধ্যে যে মানবিক বন্ধন সমাজকে সুস্থ রাখে তা ভেঙে যেতে থাকে।

এই প্রক্রিয়াটি শুধু একটি দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা নয়। বিশ্বের বহু সমাজ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। যেখানে ঘৃণার রাজনীতি প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে প্রথমে সমাজের একটি অংশকে লক্ষ্য করা

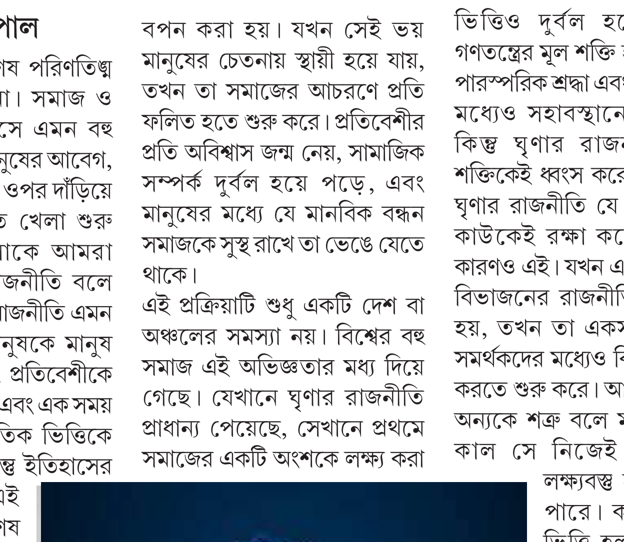

হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাদের সন্দেহের চোখে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এক সময় সেই ঘৃণার বৃত্ত আরও বড় হয়েছে। যারা প্রথমে ঘৃণার শিকার হয়নি, তারাও পরে সেই আগুনের তাপ অনুভব করেছে। কারণ ঘৃণা এমন এক শক্তি, যা একবার মুক্ত হয়ে গেলে তাকে সীমার মধ্যে আটকে রাখা যায় না।

মানুষের ইতিহাসে এই সত্য বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে ঘৃণার রাজনীতি কখনও স্থায়ী শান্তি বা স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারে না। বরং এটি সমাজে অস্থিরতা, সহিংসতা এবং অবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে। যে সমাজে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে গণতন্ত্রের ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের মূল শক্তি হল মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মতভেদের মধ্যেও সহাবস্থানের ক্ষমতা। কিন্তু ঘৃণার রাজনীতি সেই শক্তিকেই ধ্বংস করে দেয়।

ঘৃণার রাজনীতি যে শেষ পর্যন্ত কাউকেই রক্ষা করে না, তার কারণও এই। যখন একটি সমাজে বিভাজনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা একসময় নিজস্ব সমর্থকদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করতে শুরু করে। আজ যে মানুষ অন্যকে শত্রু বলে মনে করছে, কাল সে নিজেই সন্দেহের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে। কারণ ঘৃণার ভিত্তি হল ভয় এবং সন্দেহ, আর এই দুই শক্তি কখনও স্থির থাকে না। তারা ক্রমাগত নতুন লক্ষ্য খুঁজে নেয়।

সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিন ধরে বলে আসছেন যে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ঘৃণা সমাজের নৈতিক কাঠামোকে ধীরে ধীরে ভেঙে দেয়। মানুষ তখন যুক্তির পরিবর্তে আবেগ দিয়ে বিচার করতে শুরু করে। সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। যখন এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি নেতৃত্বই বিভাজনের পথে হাঁটে, তাহলে সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে বের করে আনা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

একটি সুস্থ সমাজে মতভেদ থাকবেই। মতভেদ গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মতভেদ আর ঘৃণার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। মতভেদ মানুষকে বিতর্কে আহ্বান করে, কিন্তু ঘৃণা মানুষকে সংঘাতে ঠেলে দেয়। মতভেদে যুক্তির জায়গা থাকে, কিন্তু ঘৃণায় থাকে কেবল আবেগ এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। তাই যে সমাজে মতভেদকে সম্মান করা হয়, সেই সমাজে গণতন্ত্র শক্তিশালী থাকে। আর যে সমাজে ঘৃণাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো হয়, সেখানে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানুষের স্মৃতিশক্তি এবং ইতিহাসবোধ। যখন সমাজ নিজের অতীত ভুলে যায়, তখন একই ভুল আবার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ইতিহাস আমাদের বারবার সতর্ক করেছে যে বিভাজনের রাজনীতি কখনও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়। বরং এটি সমাজকে এমন এক পথে ঠেলে দেয়, যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

আজকের পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তি এবং যোগাযোগের মাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই শক্তি যেমন মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়াতে পারে, তেমনই ভুল তথ্য এবং ঘৃণার প্রচারকেও দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলে ঘৃণার রাজনীতি এখন আরও দ্রুত সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যদি সচেতনভাবে বিভাজনের প্রচারকে প্রশ্ন করতে শুরু করে, যদি ঘৃণার ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সেই রাজনীতির শক্তি অনেকটাই কমে যায়। কারণ ঘৃণার রাজনীতি শেষ পর্যন্ত মানুষের আবেগের ওপরই নির্ভর করে। যখন মানুষ যুক্তি ও সহমর্মিতার পথে ফিরে আসে, তখন সেই রাজনীতির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন মানুষের মধ্যে বিশ্বাস এবং সহমর্মিতা।

কেটারিং যুগের আগে গ্রাম বাংলার হালুইকররা ছিল প্রধান সহায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

তখনও কেটারিং আসেনি। বিয়ের ভোজে ডাঁটিওয়ালা বেগুন ভাজা, ছ্যাঁচড়া, কাশ্মীরি না হয়ে যাওয়া আলুর দম। বাড়ির লোকজন বাজার করত, হালুইকর রান্না করত, কোমরে গামছা বেঁধে ঘোঁতন, নিতাই, জগারা ‘আর দুটো লুচি দিই’ করত, আর অমিতাভ, পার্থ, শুভময়রা পাড়ার মেয়েগুলোকে বিয়ে করে নিয়ে যেত। সেই সময়ের এক জন রান্নার বামুনের নাম পঞ্চাদা। আমাদের পাড়ার যাবতীয় ভোজ-কান্ডারি। ভোজের মেনু তৈরি হচ্ছে, পঞ্চাদার উপদেশঞ্জ ‘একটু পোলাও করে নিন দাদা। ডালডা মেরে এমন বানিয়ে দেব যে একদম মুখ মেরে দেবে। মাছ-মিষ্টি বেশি টানতে পারবে না।’ একটু দুর্বল গৃহস্থকে পঞ্চাদা অভয় দিত ‘আরে আমি তো আছি, কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। মাংসটা একটু রেখে সেদ্ধ করব, বেশি টানতে পারবে না। দশ কেজিতেই আপনার সোয়াশো লোকের হয়ে যাবে।’ ‘রেখে সেদ্ধ’ মানে কম করে সেদ্ধ। পাতে রসগোল্লা ছাড়ার আগে দু’মুঠো করে বোঁদে ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিত পঞ্চাদা। সেই বোঁদে কড়া রসে ফেলা। এটা সন্দেশ-রসগোল্লা বাঁচানোর কায়দা। তখন মানুষ নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে খেত খুব। ২০-২৫ পিস মাছ খানেওয়ালার সংখ্যা কম ছিল না। একটা বিয়েতে ৪০ জন বরযাত্রী আসার কথা ছিল, এল ৮০ জন। পঞ্চাদা ত্রাতা। এমন একটা বরযাত্রী স্পেশাল চপ ভেজে দিল, সবাই চেয়ে চেয়ে তিন-চারটে করে খেয়ে নিল, আর মাছ-মাংসে টান পড়ল না। সত্তরের দশকেই ছ্যাঁচড়া যুগের পতন শুরু। বিয়েবাড়ি থেকে ছ্যাঁচড়া, লাফরা (বাঙালরা বলে লাবড়া), শাক ভাজা, বেগুন ভাজা ইত্যাদি উঠে গেল। ফিশ ফ্রাইটা আগেই এসেছিল, ক্রমশ ফিশ বাটার ফ্রাই, ফিশ ওরলি, চিলি চিকেন, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, মাটন ভিন্ডালু নানা দেশের নানা পদ বাঙালির ভোজ-মেনুতে ঢুকে যেতে লাগল। প্রোমোটিং-এর মতো কেটারিং শব্দটাও বাংলা শব্দভাণ্ডারে শুধু নয়, বাংলা সংস্কৃতিতেও ঢুকে গেল। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই পঞ্চাদা শেতলা পুজোর খিচুড়ি বানানো টাইপের কাজ ছাড়া অন্য কাজ পেত না। রোয়াকে বিরস বদনে বসে থাকত। আমাদের দেখলে বলত, পাঁচটা টাকা দিয়ে যা বাপ। তোদের মুখেভাতে রেঁধেছি, তোদের কাকা-পিসিদের বিয়েতেও রেঁধেছি। তোরা এখন বে-থা করছিস, আমায় ডাকিস না। ক্যাটারারগুলো কি রাঁধতে জানে? ওরা তো বোতলে ভরা সস আর প্যাকেটে ভরা মশলা দিয়ে রাঁধে। নিজেরা স্বাদ বার করতে পারে? আমি পারি। ছানার কোপ্তা করে দেব। রবারের মতো পনির নয়, ছানার ভিতরে রস ঢুকে থাকবে। এমন মুগডাল রাঁধব, বাতাস বলে দেবে হ্যাঁ, মুগডাল হচ্ছে। আমি পঞ্চা ঠাকুর, আমি মানুষের মুখে রুচি আনতে পারি। আর ক্যাটারারগুলোর তো মুখ মারার ধান্দা। লোকে যত কম খাবে, ওদের তত লাভ। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা মেনু বের করল পঞ্চাদা। রামধনু কেটারার। প্রোঃ বিমল সাধুখাঁ। ওপেনিং সং; বেবি নান। সংগতে;ছোলে কিমা। ব্রেক ডান্স;ফিশ ওরলি। কি-বোর্ড;গ্রিন স্যালাড, পপ গায়িকা;চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। গজল;মাটন বিরিয়ানি। অতিথি শিল্পী;রায়তা। কৌতুকশিল্পী; প্লাস্টিক চাটনি। উদাস বাউল;পাঁপড়... ইয়ারকি হচ্ছে, অ্যাঁ? খাবারের আইটেম নিয়ে ছেলেখেলা? গজল গাইছে বিরিয়ানি? বিমল সাধুখাঁ বিরিয়ানির জানেটা কী? সা-জিরে দেখেছে কখনও?

E-TENDER NOTICE

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No-EGP/176Dt-06/03/2026.** Last Dt. of application 1**3/03/2026 up to 15:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Eral Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER

eTender Reference/e-NIT No.: 86/PGP - (1 No) & 87/ PGP- (1 No), Dt. 07/03/2026, of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **16/03/2026 upto 09:00 AM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- **Pradhan**
Panchra Gram Panchayat

আমার মক্কেল রীতা শর্মা স্বামী- অর্জুন শর্মা গত ১১.০৭.২২ তারিখে হাওড়া এ.ডি.এস.আর হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-7875 (বুক নং 1) নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী শম্ভু রায় পিতা গোপাল চন্দ রায় নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় হাল ১৭৯৬ নম্বর দাগে হাল ৬৩২৪ নম্বর খতিয়ানে ২৭ শতক পরিমিত জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

eTender Notice No. – SGP/10/15th CFC/ 2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_1019711_1 Dated-09/03/2026
eTender Notice No. – SGP/10/15th CFC/ 2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_1019711_2 Dated-09/03/2026
eTender Notice No. – SGP/10/15th CFC/ 2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_1019711_3 Dated-09/03/2026
eTender Notice No. – SGP/10/15th CFC/ 2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_1019711_4 Dated-09/03/2026

e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **09/03/2026 to 16/03/2026,** For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Sribati Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
BAGNAN-I PANCHAYAT SAMITY
Howrah

NIT No: WB/HZP/BAG-I/NIET-33/2025-26, dated: 07.03.2026

Following e- tender notices regarding various construction works in the area of Bagnan-I Panchayat Samity under 15th FC & RIDF fund, has been published as per NIETs referred above. Details are available in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Executive Officer**
Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan, Howrah

Office of the Prodhan
UTTAR PANCHANANDAPUR-I GRAM PANCHAYAT
Kaliachak-II Dev. Block, Malda
VILL+P.O- Panchanandapur, P.S.-Mothabari, Dist.-Malda, Pin-732207

ETENDER NOTICE

eTender has been floated for 4 (Four) Nos. of work under Uttar Panchanandapur-I G.P. of Mothabari P.S., Malda, **eTender No.- 07(e)/ UPNPUR-I/2025-26 Dated: 5th March, 2026, 08(e)/UPNPUR-I/2025-26 Dated: 5th March, 2026,** Bonafied contructors are requested to visit- **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/- **Pradhan**
Uttar Panchanandapur- I Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৬/০৯, তারিখ ০৬.০৩.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রতিটি আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টের পূর্বে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারগুলি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-সাউথ-০৬-২০২৬;** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (দক্ষিণ)/ খড়গপুরের অধিকার ক্ষেত্রের অধীনে হল্দীপদা, রানীতাল, বস্তা, বেনাপুর ও লক্ষ্মণনাথ রোডে বর্তমান পুরনো ফুট ওভার ব্রিজের পরিবর্তে নতুন ৩.০ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ এবং বাখরাবাদ স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ৩/৪-এর সাথে সংযোগ করতে বর্তমান ৩.০ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজের সম্প্রসারণ; ২৩,৪৫,৬৭,৭৯৫.২৮ টাকা; ১৩,২২,৮০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০৭-২০২৬;** খড়গপুর ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/পশ্চিম/খড়গপুরের অধীনে ওভাররান লাইন, ডেড এন্ড ও স্যান্ড হাম্পের উন্নয়ন ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (৪র্থ কল); ১,৩৭,০২,৪২৪.১৩ টাকা; ২,১৮,৫০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-০৭-২০২৬;** কাজ সম্পাদন ঃ (১) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ পি. ওয়ে/হিজলী অধীনে বেলদা-নেকুরসেনির মধ্যে সেন্ট্রাল ড্রেন নির্মাণ। (২) অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (দক্ষিণ)/ খড়গপুরের অধীনে হিজলী ও দীঘায় আরজিএম সাইটের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। (২য় কল); ২,৯৪,৮১,১৫৪.১৭ টাকা; ২,৯৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৩.২০২৬ তারিখ ক্রঃ নং ১-এর জন্য, ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ ক্রঃ নং ২-এর জন্য এবং ০২.০৪.২০২৬ তারিখ ক্রঃ নং ৩-এর জন্য। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস ক্রঃ নং ১ ও ৩-এর জন্য এবং ১২ মাস ক্রঃ নং ২-এর জন্য। **বিড্ জমার শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ থেকে ১৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত ক্রঃ নং ১-এর জন্য, ১৩.০৩.২০২৬ থেকে ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত ক্রঃ নং ২-এর জন্য এবং ১৯.০৩.২০২৬ থেকে ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত ক্রঃ নং ৩-এর জন্য। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য আগ্রহী টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনও ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সম্ভাব্য বিডদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে নিয়মিতভাবে **"www. ireps.gov.in"** দেখতে পারেন। (PR-1276)

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

নং.- WB-HMC/TN/ED/WS/21/25-26 তারিখ- ০৭.০৩.২০৫

ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী ১৬০ মিমি ব্যাস এবং ১১০ মিমি ব্যাস এইচডিপিই পাইপ স্থাপনের মাধ্যমে জল সরবরাহের উন্নয়নের জন্য একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছেন, যার মধ্যে রয়েছে পুরাতন ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যমান পাইপ (১৫০ মিমি ব্যাস এবং ১০০ মিমি ব্যাস সি.আই পাইপ) নতুন পাইপ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাতে দূষণ এড়ানো যায়। এইচএমসি এলাকার (ওয়ার্ড ১ থেকে ১০) বিভিন্ন ওয়ার্ডে সারা বছর (বার্ষিক) এইচএমসি এলাকায় (ওয়ার্ড ১ থেকে ১০) রাস্তা সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলি। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী [illegible]

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/ ২৫/২১(নোটিশ)/৭৪৬, তারিখ : ০৬.০৩.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৪। কাজের নাম:** এইএন/এনডিএই-র অধীনে এলসি গেট নং ৫/৪-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৫। কাজের নাম:** এইএন/এজেড-এর অধীনে এলসি গেট নং ২৩এ (টি)-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৫৩-আর। কাজের নাম:** হাওড়া স্টেশনে ৩টি পর্যবেক্ষণ উপকরণ (পিসি) সহ ১টি স্থানে ইউটিএস ও পিআরএস কাউন্টার, ক্যাশ অফিস ও বিএস (জি) অফিস সিসিটিভি সার্ভেলেন্স ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৩। কাজের নাম:** এইএন/এনডিএই-এর অধীনে এলসি গেট নং ১৭/৫-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৫০। কাজের নাম:** এইএন/এনডিএই-র অধীনে এলসি গেট নং ২১/১/সি-ই-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৬। কাজের নাম:** এইএন/১/এলএলএইচ-এর অধীনে বিইকিউ, আরআইএস, সিএনএস ও এসআইইউ-তে ৩৫০ x ২০০ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ বসানো, পাম্প হাউস, পাইপ লাইনের ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ৭, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৭৭। কাজের নাম:** এইএন/এনডিএই-র অধীনে এলসি গেট নং ৫/২-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ৮, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫১২-আর। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনের বিপজ্জনক এলসি গেটে প্রস্তাবিত সিসিটিভি বসানোর জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **ক্র.নং ৯, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৯৮। কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের ২৪টি স্থানে প্যানেল রুমে এসি-র ব্যবস্থা করা। **ক্র.নং ১০, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৬১। কাজের নাম:** সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ শাখার অধীনে সকল মহিলা কর্মীর সুবিধার্থে সংলগ্ন টয়লেট সহ লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুম নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৯,২৫,৬১৪ টাকা (ক্র.নং ১,. ২, ৪, ৫ ও ৭-এর জন্য), ৬,১৬,৩৮৮ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ৭,৪১,৪০৮ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য), ৪,৮৭,০৭৬ টাকা (ক্র.নং ৮-এর জন্য), ১৩,২৬,১০২ টাকা (ক্র.নং ৯-এর জন্য) এবং ৪,০৭,২৩৫ টাকা (ক্র.নং ১০-এর জন্য)। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১৮,৫০০ টাকা (ক্র.নং ১,. ২, ৪, ৫ ও ৭-এর জন্য), ১২,৩০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ১৪,৮০০ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য), ৯,৮০০ টাকা (ক্র.নং ৮-এর জন্য), ২৬,৫০০ টাকা (ক্র.নং ৯-এর জন্য) এবং ৮,২০০ টাকা (ক্র.নং ১০-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮০ দিন প্রতিটির জন্য। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্র.নং ৩ ও ৪-এর জন্য), ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্র.নং ১, ২, ৫, ৬, ৭ ও ৮-এর জন্য), ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্র.নং ৯-এর জন্য) এবং ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্র.নং ১০-এর জন্য)। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে।টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-680/2025-26)

ওয়েবসাইট : **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division take decision for corrigendum e - Tender for the work having **Tender Id(s): 2026_PWD_1013416_1, NIET No.: WBPWD/EE/HCD/ NITe-45 of 2025-2026.** Bid submission closing date (online): **16.03.2026 up to 2:00 PM.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **J.P.Dhar**
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

কমিশনের বিরুদ্ধে অনশনে উদয়ন, দাগ তোপ

'যেখানে বিজেপি দুর্বল, সেখানে পরিকল্পনা করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা, ৯ মার্চঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতায় ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার একই ইস্যুতে কোচবিহারের দিনহাটায় অনশন ধরনায় বসলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কমিশন সাধারণ ভোটারদের নাম কেটে দিচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে দিনহাটায় উদয়ন গুহর নেতৃত্বে সোমবার গণ অনশন করছে তৃণমূল। যেভাবে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নামে ভোটারদের নাম অমীমাংসিতের তালিকায় রেখে দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিবাদেই তাঁদের গণ অনশন বলে জানিয়েছেন উদয়নবাবু। সীমান্তবর্তী দিনহাটায় প্রচুর নাম ইতিমধ্যেই বাদ গিয়েছে। তার উপর অমীমাংসিতের তালিকায় রয়েছে বহু নাম। এতেই ক্ষুব্ধ মন্ত্রী। জেলায় এই অনিশ্চিত তালিকায় রয়েছে ২ লক্ষ ৩৭ হাজারের বেশি নাম। এদিন অনশন শুরুর কারণ নিয়ে উদয়ন বলেন, ''আমাদের নেত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতায় দলের নেতা-কর্মীরা অবস্থান করছেন। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন সাধারণ ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে কিংবা বিচারাধীন অবস্থায় রেখে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে। কবে বিচারাধীন তালিকার নিষ্পত্তি হবে, তা নিয়েও সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলছে না। এর প্রতিবাদে আমরা দিনহাটাতেও আজকে গণ অনশন শুরু করেছি।'' বিজেপি ও কমিশনকে তোপ দেগে তিনি বলেন, ''গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কমিশনের। তাদের সবচেয়ে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার। আমার জীবনে অনেক নির্বাচন কমিশন দেখেছি। কিন্তু, এমন পক্ষপাতদুষ্ট কমিশন দেখিনি। কী করলে বিজেপির সুবিধা হবে, সেদিকে নজর রেখে কমিশন কাজ করছে। কিন্তু, উনি বা ওঁরা জানেন না, এটা বিহার, ওড়িশা, দিল্লি নয়। বাংলার মানুষ অনেক বেশি সচেতন। কীভাবে এই চক্রান্তকে প্রতিহত করে বিজেপিকে বাংলা থেকে হটানো যায়, তার জন্য বাংলার মানুষও তৈরি হচ্ছেন। সেই ব্যবস্থা এই নির্বাচনে বাংলার মানুষ করবেন।'' বিজেপি বারবার দাবি করছে, এসআইআর হলে রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়বে। এই নিয়ে এদিন উদয়ন বলেন, ''আমাদের দাবি, যাঁরা এখানে জন্মেছেন, তাঁদের সবার ভোটাধিকার রক্ষা করতে হবে। রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারী খুঁজে পেলে বাদ দিন। দরকারে শাস্তি দিন। কিন্তু, মুখে অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা বললেও কাজের বেলা বেছে বেছে নাম বাদ দেবেন, তা হবে না। দেখা যাচ্ছে, যেখানে বিজেপি দুর্বল, সেখানে পরিকল্পনা করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।'' কতক্ষণ তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন, জানতে চাওয়া হলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী বলেন, ''শরীরে যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ থাকব।''

উন্নয়নের কৃতিত্ব নিয়ে চলছে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৯ মার্চঃ ৩৫০ মিটার ঢালাই রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে আকচাআকচি। তমলুক পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ওই রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু পথশ্রী প্রকল্পে সেই কাজ এতদিনে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, তমলুক পুরসভার **১৯** নম্বর ওয়ার্ডের চাঁদখোয়া উত্তরপল্লি মাঠপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি মাটির রাস্তা রয়েছে। প্রায় ৩৫০ মিটার ওই মাটির রাস্তা ঢালাই করার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

আমি রাখী রায় বিগত ইং ২৫.০৪.২০২৫ তারিখে ১১২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (১) অপর্না মুখার্জী (২) অমিতা ভাদুড়ী, এদের পক্ষে আমোক্তার ও স্বয়ং (৩) শুভাশীষ ঘোষাল এবং (৪) কুমকুম চ্যাটার্জী (৫) মঞ্জুশ্রী কুমারী পক্ষে আমোক্তার ও স্বয়ং (৬) অসীম কুমার ঘোষাল, (৭) অলকা ঘোষাল, (৮) মৌ চক্রবর্তী, (৯) গৌতম ঘোষাল, (১০) গায়ত্রী ঘোষাল, (১১) মৃণাল ঘোষাল, (১২) বুদ্ধদেব মুখার্জী (পাওয়ার নং-৭৩৯/২০০৩ ও ০৫০১০০৮৫৭/২০১৬ রেজিস্ট্রী অফিস কলকাতা) এর নিকট হইতে ৪৮ নং জে.এল. ভুক্ত রামপুর মৌজায় এল.আর ২২ নং দাগে হাল ২৪, ৫০, ৬২৩, ৮৩৮ নং খতিয়ানে ৪৩.৮০ শতক স্পত্তি খরিদ করিয়া জগৎবল্লভপুর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমি রাকেশ সাঁবুই, বিগত ইং ২৫.০৪.২০২৫ তারিখে ১১২১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (১) অপর্না মুখার্জী (২) অমিতা ভাদুড়ী, এদের পক্ষে আমোক্তার ও স্বয়ং (৩) শুভাশীষ ঘোষাল এবং (৪) কুমকুম চ্যাটার্জী (৫) মঞ্জুশ্রী কুমারী পক্ষে আমোক্তার ও স্বয়ং (৬) অসীম কুমার ঘোষাল, (৭) রেণুকা ঘোষাল, (৮) সম্পা চক্রবর্তী, (৯) বুদ্ধদেব মুখার্জী (পাওয়ার নং-৭৩৯/২০০৩ ও ০৫০১০০৮৫৭/২০১৬ রেজিস্ট্রী অফিস কলকাতা) এর নিকট হইতে ৪৯ নং জে.এল. পাতিহাল মৌজায় হাল ২৯৩৬ নং দাগে হাল ৬৯, ১৬৭, ২৪৮১, ৩৪৪৮ নং খতিয়ানে ৪৯.৮৭ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া জগৎবল্লভপুর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমি অভিজিৎ হাজরা বিগত ইং ১১.০৭.২০২৫ তারিখে ২০১৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হারাধন পাল পক্ষে আমোক্তার মোল্লা মহম্মদ হালিম (পাওয়ার নং ০৫০৮০১২৫৬/২০২২৪, এ.ডি.এস. আর. বড়গাছিয়া) এর নিকট হইতে ৪৯ নং জে.এল. ভুক্ত পাতিহাল মৌজায়, এল.আর. ৬৯৬৮ ও ৮০১৭ নং হাল খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ২৮০৯ নং দাগে ১৫ শতক ও ৩১ শতক মোট ৪৬ শতক চোঙ্গা সম্পত্তি খরিদ করিয়া জগৎবল্লভপুর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটিশেনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
অপূর্ব তরফদার
আমোক্তারনামা দাতাঃ **রানী চন্দ,**
স্বামী- প্রভাত কুমার চন্দ
ঠিকানাঃ শিল্প সমিতি পাড়া, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ অপূর্ব তরফদার
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ (1) 93, 30/04/97 (2) 101, 14/05/97 নং বহি IV নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 2739, 11/06/2002

নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/1683 উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ

এরিয়া ৬৬৯ ডেসিমেল, আর.এস. প্লট নং। ৮৫০, এলআর প্লট নং.-৯৩৭, মৌজা-খারিয়া, ২৬ নং শিট, বিক্রেতা-(১) শ্রীমতি মুনমুন দে, স্বামী-দিলীপ দে, (২) শ্রীমতি বানী ভৌমিক, স্বামী- স্বর্গীয় শ্যামাপদ ভৌমিক, (৩) শ্রীমতি রুনু মিত্র, স্বামী- শ্রী বরুন মিত্র, (৪) শ্রীমতি গৌরি ভৌমিক, স্বামী মলয় ভৌমিক, (৫) শ্রীমতি রানী চন্দ, স্বামী- স্বর্গীয় প্রভাত কুমার চন্দ (আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)

বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ অপূর্ব তরফদার
পিতাঃ স্বর্গীয় অনাদি নাথ তরফদার
ঠিকানাঃ গ্রাম-ডাঙ্গাপাড়া, পোস্ট- জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫১০২

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-(1) 18/15th CFC/2025-26, (2) 19/15th CFC/2025-26, (3) 20/ 15th CFC/2025-26

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for the total 10(Ten)Nos. different works. Source of Fund: 15th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http://wbtenders.gov.in from 09.03.2026 at 18.00 Hours to 18.03.2026 up to 17.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 20.03.2026 at 17.00 hours.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

NOTICE

SMT Puja Bhurat, W/O Sri Naresh Bhurat, are as POWER OF ATTORNEY, Access Metals Industries By Partners Sri Soumen Sarkar And Anjan Mondal to sell out R.S Plot No.507, Lr Plot No-524, with L.R.Khatian No-5464, Mouja-Chamrail, JL-105 Total Land Sell Out 32 satak also Registered Deed No.1-211646, Volume No-0502 Book No- I,Dated 11/11/ 2024, at A.D.S.R Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BL&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my clients, Shri Alok Kumar Bhatter, S/o Late Baij Nath Bhatter, and his wife Mrs. Shakuntala Bhatter, both residing at 22/1, Alipore Road, Vandana Apartment, P.S. Alipore, Kolkata – 700027, have decided to sever all relations with their son Mr. Raghav Bhatter (aged about 34 years) due to his activities and conduct which are not acceptable to them and are against the wishes, values and reputation of the family.

Accordingly, he has been disowned and debarred from any claim, right, title or interest in the movable and immovable properties belonging to my clients.

The general public is hereby cautioned that any person dealing with the said Mr. Raghav Bhatter shall do so entirely at his/her own risk, and my clients shall not be held responsible or liable for any of his acts, deeds or liabilities.

SEKHAR KUMAR SAHA
Advocate
BAR ASSOCIATION ROOM NO 3
HIGH COURT KOLKATA
Mobile number:9830644922
Date: 09.03.2026

NOTICE

Prabhas Dhara, S/O Late Satish Chandra Dhara, are as POWER OF ATTORNEY, Sushil Bagani, S/O Tinkari Bagani, to sell out R.S Plot No.1133, Lr Plot No-1147, with L.R.Khatian No-4437, Mouja-Chakpara, JL-111 Total Land Sell Out 22 satak also Registered Deed No.1-00422, Volume No-0501 Book No- IV, Dated 22/04/2014, at D.S.R Howrah If there is any objection kindly contact to (The BL&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

TARAKESWAR MUNICIPALITY
E-TENDER CORRIGENDUM NOTICE

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SBM works under Tarakeswar Municipality :
Construction of CT-PT under SBM of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2026_MAD_5013378_1	10.03.26	01.04.26
2	2026_MAD_5013378_2	10.03.26	01.04.26
3	2026_MAD_5013378_3	10.03.26	01.04.26
4	2026_MAD_5013378_4	10.03.26	01.04.26
5	2026_MAD_5013378_5	10.03.26	01.04.26
6	2026_MAD_5013378_6	10.03.26	01.04.26
7	2026_MAD_5013378_7	10.03.26	01.04.26

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in
Sd/- **Chairman, Tarakeswar Municipality**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/071/091/2025-2026/R
Name of the work: **Restoration of IP Passages at 4, 9, 10 Rup Narayan Nandan Lane and different areas in Ward No. 071.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,855.10.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No.: KMC/IX/071/001/2026-2027/ACTUAL
Name of the work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H. Cover, G.P. Cover, C.P. Cover & inspection Pit Cover as and when required within 24 hours in Ward No. 71.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(3) NIT No.: KMC/IX/071/002/2026-2027/ACTUAL
Name of the work: **Removal of chokage by laying S.W. Line & constructing manhole and repairing of G.P/C.P at different places in Ward No. 71.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.03.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **18.03.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **09.03.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No.: KMC/IX/077/065/2025-2026
Name of the work: **Restoration of IPS footpath at 32, Dent Mission Road, 59, 80, 41, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding area in Ward No. 77.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **2,53,260.15.** Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(5) NIT No.: KMC/IX/077/106/2025-2026/D
Name of the work: **Repairing of IPS footpath at 8A, Monilal Banerjee Lane, 11A, 8B, Gangadhar Banerjee Lane, 17, 12, 32, Harisava Street and its surrounding areas damaged by W/S Department in Ward No. 77.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,146.22.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(6) NIT No.: KMC/IX/077/237/2025-2026
Name of the work: **Repairing of bituminous road surface at 3, Brahim Road, 73, D.H. Road, 10, Ekbalpore Road and its surrounding areas damaged by W/S Department in Ward No. 77.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **1,98,941.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(7) NIT No.: KMC/IX/077/245/2025-2026
Name of the work: **Restoration of I.P.S. Passage at 1/1, Ekbalpore Road, 46/H/2, 63, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding area in Ward No. 77.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **2,98,040.18.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of bid: **17.03.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 4 to 7).** Tender will be opened on: **19.03.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 4 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **10.03.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 4 to 7).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 3) & https://tender.wb.nic.in (for Sl. No. 4 to 7).**

The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/VI/061/037/2025-2026/D
Name of the work: **Repairing of I.P.S. and Paver Block Passage at 26, 35 Ripon Ln, 19 Bedford Lane and different places disturbed due to drainage work in Ward No. 61.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,438.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/VI/061/039/2025-2026/D
Name of the work: **Maintenance of damaged roads and pot holes by cement concreting along 19 Bedford Ln to 42 Ripon Ln, 1 to 26 Elliot Lane and different places to prevent road dust in Ward No. 61.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,90,679.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/VI/061/041/2025-2026/D
Name of the work: **Maintenance of damaged paver block surface along 22 to 32 Elliot Road, 12/H/12 to 12/H/36 Bedford Lane and different places to prevent road dust in Ward No. 61.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,59,510.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/VI/061/040/2025-2026/D
Name of the work: **Maintenance of damaged paver block footpath along Park Street from 83 to 101 Park St and different places to prevent road dust in Ward No. 61.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,15,095.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(5) NIT No.: KMC/D.G(C)/VI/062/022/2025-2026/R/UTTARAN (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of IP works at different Uttaran Area such as 96, 97 Collin Street, 13 Collin Lane in Ward No. 62.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,09,865.00.** Earnest Money: ₹ **4,300.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.03.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **18.03.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **09.03.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 5)** 2377/25-26

জঙ্গল বাঁচাতে হাতে লেখা পোস্টারই যখন অস্ত্র

বিশেষ প্রতিনিধি

জঙ্গলপথে স্কুলে যাতায়াতের সময় রোজই মন খারাপ হয়ে যেত। নিত্যদিন চোখে পড়ত পুড়ে যাওয়া লতাপাতা, ডালপালা। কোথাও দেখা যেত রাতে ধরিয়ে দেওয়া আগুন তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। কালক্ষেপ না করে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতেন বনদপ্তরে। হদিশ দিতেন আগুনের। কিন্তু মন যেন মানতে চায় না। মনে হয় এ ভাবে হচ্ছে না। চাই এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে জঙ্গলবাসীকে এর বিরুদ্ধে সচেতন করা। তাই নেমে পড়েন সেই কাজে। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পথে গাছে গাছে লাগিয়ে দিতে থাকেন পোস্টার। যেখানে থাকে জঙ্গল থেকে সেখানে বসবাসকারী প্রাণীদের রক্ষা করার বার্তা। জামবনি ব্লকের ডুমুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা মনোজিৎ মাইতি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হওয়া ২০১৬ প্যানেলের চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক মনোজিৎ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর চাকরি রয়েছে। এখন তিনি জামবনি ব্লকের পড়শুলি ঝাড়েশ্বর হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক। স্কুলের পথে মোটরবাইক থামিয়ে একদিন মনোজিৎ দেখেন জঙ্গলে লাগানো আগুনের আঁচে ঝলসে মরে পড়ে রয়েছে তিনটি টিয়াপাখির ছানা। মনকে ধাক্কা দিয়েছিল সেই ছবি। নিজের টাকায় পোস্টার ছাপিয়ে জঙ্গলে আগুন লাগানো রোধ করতে গাছে গাছে পোস্টারিং শুরু করেন মনোজিৎ। তবে একা নন, সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়েছেন তাঁরই স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক অঞ্জন মাহাতোকে। ঝাড়গ্রাম মূলত শালের জঙ্গল। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই গাছের শুকনো পাতা ঝরা শুরু হয়। আর তাতে হামেশাই আগুন ধরানোর ঘটনা সামনে আসে। যার ফলে অনেক সময়েই জঙ্গলে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলগুলিতে প্রচুর খরগোশ, বনশূকর, নেকড়ে, শেয়াল, টিয়াপাখির মতো পশু-পাখি রয়েছে। সারা বছর হাতির দলও আস্তানা গাড়ে সেখানে। ফলে জঙ্গলে আগুন লাগলে তাদেরও প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে। ঝাড়গ্রাম দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলের আগুন নিয়ন্ত্রণে দুটি ইঞ্জিন সর্বদাই কাজ করে। বন দপ্তরের তরফেও জঙ্গলে আগুন লাগানো রুখতে নজরদারি এবং মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। মনোজিতের বাড়ি থেকে স্কুল প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে। মোটরবাইকে যাতায়াত করেন তিনি। গিধনি থেকে বেলদা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে চিল্কিগড়ের জঙ্গল, বেলদার জঙ্গল ও টুলিবড়ের জঙ্গল রয়েছে। দেখতেন জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলছে। ঠিক করেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

1. **N.I.Q. No-38/SGP/2025-2026 Memo no-164(5)/SGP/ 2025-26, Dated: 06.03.2026.**
2. Last date of Dropping tender Quotation paper- **12.03.2026 up to 3.00 pm**.
3. Date of opening tender Quotation paper- **12.03.2026 up to 3.30 pm**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual preventive & routine maintenance of entire Electrical Installations including Sub-station & Compound Lights and operation of lift within the campus of Bidhannagar Government College, Block - EB-2, Sector- I, Salt Lake city, Kolkata - 700064". **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-176/ 2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1020082_1**. Document Download Closing Date: **30.03.2026 up to 15:00 Hrs**. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**.

SD/-Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Corrigendum Notice-1
E-Tender
E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/NIT8/2e/26
Tender ID: 2026_MAD_1016932_1, 2, 3, 4
Extension of Bid Submission time for the work

Regarding above mentioned tender Bid submission closing date has been extended to **12-03- 2026** instead of **09 - 03- 2026** and Bid opening date for Technical Proposals (Online) has been extended to **14-03-2026** instead of 1**1-03-2026** due to some official reasons and all conditions will remain unaltered.
Date: 09/03/2026

Sd/- **Chairman/Executive Officer**
Hooghly Chinsurah Municipality

রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরিস আপ-গ্রেডেশন, অপারেশন এবং মেইনটেনেন্স-এর জন্য ই-নিলাম

'আপগ্রেড, পরিচালনা এবং স্থানান্তর' ভিত্তিতে শিলচর স্টেশনের রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরিস আপ-গ্রেডেশন, অপারেশন এবং মেইনটেনেন্স-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** আরআর-এসসিএল-০১-২০২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ১৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৯-০৩-২০২৬** তারিখের **১৩.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল,**ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-এসসিএল-ডব্লিউআরএল-৭৭-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ ওয়েটিং/ রিটায়ারিং/ব্লক রুম)	'আপগ্রেড, পরিচালনা এবং স্থানান্তর' ভিত্তিতে শিলচর স্টেশনের রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরি আপ-গ্রেডেশন, অপারেশন এবং মেইনটেনেন্স-এর জন্য ই-নিলাম।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আইসি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING RE-TENDER/RE-QUOTATION
(1) NAH/162/2026, (2) NAH/164/2026 Date: 09.03.2026

Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for 3(Three) different works. Source of Fund: APAS & 15th FC(Tied). Bid submission closing date(online) **17.03.2026 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **19.03.2026 at 12.00 Hrs**. For details please visit website **https:/ /wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 1255/WS/SD **Dated-09/03/2026**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/ C/HCM/WS/NIT10/3e/26(2nd Call) and Tender Id No-2026_MAD_1019802_1 to 2** for Supply of 300 mm ASTMD pipe & and 17.5 H.P.S.M pump Installation & etc. work at w-8 new tube well under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **19/03/2026 at 11:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

মেট্রো রেলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপন

কলকাতা,৯ মার্চ ঃ আজ, ৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী এস. এস. মিশ্র আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীদের সমান সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মেট্রো রেলের মহিলা কর্মীরা সমাজের কাছে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী পিয়ালী সেনগুপ্ত, সহকারী অধ্যাপক, আইআইএসডব্লিউবিএম। তিনি নারীদের জন্য টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর জোর দেন এবং শিক্ষা, ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য, আত্মনির্ভরতা, সংবেদনশীলতা ও সমতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। মেট্রো রেলের প্রধান প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক শ্রীমতী গোপা মজুমদার মহিলা কর্মীদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা এবং সেগুলির সমাধান ও সচেতনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী মধুমিতা মিশ্র, সভাপতি, এমআরডব্লিউডব্লিউও এবং সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারীরা মেট্রো রেলের মহিলা কর্মীদের হাতে স্মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের সকল সিনিয়র অফিসার, এমআরডব্লিউডব্লিউও-র সদস্য এবং বিভিন্ন বিভাগের মহিলা কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মহিলা কর্মীদের উৎসাহী অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ঋণ হিসাব নিষ্পত্তির জন্য মেগা সমঝোতা ক্যাম্পেইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সারা দেশের সকল শাখা / জোন ও এফজিএমও-তে ১৬ থেকে ২০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত এনপিএ ঋণ হিসাব নিষ্পত্তির জন্য মেগা সমঝোতা ক্যাম্পেইন আয়োজন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় ওয়ান টাইম সেটেলমেন্ট এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতারা তাদের বকেয়া ঋণ নিষ্পত্তির সুযোগ পাবেন। সমঝোতা দিবস বিশেষভাবে সেই সকল এনপিএ ঋণগ্রহীতাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে, যারা ব্যবসায়িক সমস্যা, চিকিৎসাজনিত অসুবিধা বা অন্য কোনো প্রকৃত কারণে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি। আমাদের ব্যাংকে ছোট অঙ্কের এবং মাঝারি অঙ্কের এনপিএ ঋণ হিসাব নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ওটিএস স্কিম চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের জন্য বিশেষ ছাড় ও সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা সকল এনপিএ ঋণগ্রহীতাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন এই সোনালী সুযোগটি গ্রহণ করে ১৬ থেকে ২০ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত মেগা সমঝোতা ক্যাম্পেইন-এ অংশ নিয়ে তাদের এনপিএ ঋণ হিসাব নিষ্পত্তি করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদ্যাপন উপলক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এক মহিলা কর্মীকে সম্মানিত করছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার ড. মহুয়া ভার্মা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা স্টেশনে মহিলাদের স্বাস্থ্যসম্মত ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন

মালিগাঁও, ৯ মার্চঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি বৃহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার লক্ষ্য হল পাবলিক স্থানে নারীদের স্বাস্থ্যবিধি, মর্যাদা এবং আরাম বৃদ্ধি করা। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে মাল্টি-প্রোডাক্ট ওমেন'স হাইজিন ভেন্ডিং মেশিন স্বাদন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, মহিলা যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি পণ্য সহজে পৌঁছানোর জন্য মোট ছয়টি ভেন্ডিং মেশিন স্বাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে চারটি গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে এবং দুটি কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে। এই মেশিনগুলি উদ্বোধন এনএফআরডব্লিউডব্লিউও-এর সভানেত্রি শ্রীমতি শালিনী শ্রীবাস্তব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের উপস্থিতিতে করেন। গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা স্টেশনগুলি প্রতিদিন তীর্থযাত্রী, পর্যটক এবং হাজার হাজার মহিলা ভ্রমণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে এবং এই মেশিনগুলির ইনস্টলেশন ভারতীয় রেলওয়ের সুরক্ষিত, মহিলা-বান্ধব ভ্রমণ পরিবেশ তৈরির প্রতি প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

NAME CHANGE

I, Merina Bibi (Old Name) W/O–Md Shahidulla residing at Sudarshanganj , Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Merina Bibi to Merina Khatun and henceforth I shall be known as Merina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Merina Khatun & Merina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Basona Jana (Old Name) W/o Amar Jana Residing at Vill+P.o - Harop, P.s - Bagnan, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Basana Jana (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 88/2026 Dated 09-03-2026. Basona Jana (Old Name) and Basana Jana (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Santanu Nanda (Old Name) S/o Bhakti Bhusan Nanda Residing at Keshaidighi, Mugberia, Keshaidighi, P.o - Mugberia, District - Purba Medinipur, Pin - 721425, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Santanu Kumar Nanda (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 70/2026 Dated 09-03-2026. Santanu Nanda (Old Name) and Santanu Kumar Nanda (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Israil Hoque (Old Name) S/O–Abdur Rajjak residing at Vill-Rampura , PO-Rajput Teghari , PS-Raghunathganj , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Md Israil Hoque to Md Esrail Hoque and henceforth I shall be known as Md Esrail Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Md Esrail Hoque & Md Israil Hoque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Liyakat Ali, Liyakat (Old Name) S/o Sk Nader Ali Residing at Dakshin Kalna, Kalna, District - Howrah, Pin - 711413, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Liyakat Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 86/2026 Dated 09-03-2026. Sekh Liyakat Ali, Liyakat (Old Name) and Sk Liyakat Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lokesh Roy (Old Name) S/o Satya Ranjan Roy Residing at EE 36 A/2, Salt Lake, Sector-2, Vtc - Sech Bhawan, District - North 24 Parganas, Pin - 700091, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Lokesh Ranjan Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 71/2026 Dated 09-03-2026. Lokesh Roy (Old Name) and Lokesh Ranjan Roy (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sailen Ghosh (Old Name) S/o Pagal Ghosh Residing at Fatepur, Fatepur Majdia, District - Nadia, Pin - 741507, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shailen Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 89/2026 Dated 09-03-2026. Sailen Ghosh (Old Name) and Shailen Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pratick Biswas (Old Name) S/o Ananda Biswas Residing at Bathangachi, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741507, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Protik Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 90/2026 Dated 09-03-2026. Pratick Biswas (Old Name) and Protik Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamal Agarwal (Old Name) S/o Gouri Shankar Agarwal Residing at 49, L.I.G Housing Estate, Block-D, Flat-8, Narkeldanga North Road, Narkeldanga S.O, District - Kolkata, Pin - 700011, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kamal Kumar Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 87/2026 Dated 09-03-2026. Kamal Agarwal (Old Name) and Kamal Kumar Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

THIS IS A PUBLIC ANOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

KOPYBRIGHT India Ltd.

KOPYBRIGHT INDIA LIMITED

Our Company was originally incorporated on January 17, 2018 as a Private Limited Company in the name and style of "Kopybright India Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U74999WB2018PTC224352 issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company at the Extra- Ordinary General Meeting held on December 30, 2023, and consequently the name of our Company was changed from "Kopybright India Private Limited" to "Kopybright India Limited" and a fresh certificate of incorporation dated January 16, 2024 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN: U74999WB2018PLC224352. For details of change in the name of our Company and address of registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on Page No. 249 of this Draft Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: Plot No: 52,53,62,63 Sankrail Industrial Park, Bhagawatipur, Howrah, West Bengal - 711302
Contact Person: Mr. Kothari Ravi Dinesh, Tel: +91 8777297600, Mail: cs@kopybright.com Website: www.kopybright.com
Corporate Identity Number: U74999WB2018PLC224352

OUR PROMOTERS

MR. VEDANT BEHANY, MR. NEERAV BEHANY AND MRS. PRIYANSHI MOHTA

THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS ("DRAFT RED HERRING PROSPECTUS") DATED MARCH 06, 2026 HAS BEEN FILED WITH THE SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE EMERGE)

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 74,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 59,56,800 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 14,59,200 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY OUR PROMOTERS AND PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDER, (THE "OFFERED SHARES") (THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH OFFER, THE "OFFER") OF WHICH UPTO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET OFFER OF UPTO [●] EQUITY SHARES AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE [●] % AND [●] %, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.
THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND PROMOTER AND PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED BENGALI REGIONAL DAILY NEWSPAPER), (BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF THE STATE OF WEST BENGAL, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO SME PLATFORM OF THE NATIONAL STOCK EXCHANGE ("NSE EMERGE") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(I) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company and Selling Shareholders may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" beginning on page 427 of this Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is made in compliance with the press release PR NO. 36/2024 on December 18, 2024 of 208th SF Meeting on "Review of SME Framework under SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and applicability of corporate governance provisions under SEB Regulations, 2015 on SME Companies.

The Draft Red Herring Prospectus filed with the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE") shall be made available to the public for comments, If any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the NSE at https://www.nseindia.com, and the website of the Company at www.kopybright.com , and at the website of BRLM i.e Affinity Global Capital Market Private Limited ie www.affinityglobalcap.in. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by NSE EMERGE and/or our Company and/or BRLM in relation to the issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the Draft Red Herring Prospectus with NSE EMERGE.

Investments in Equity and Equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares issued in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the Section titled "Risk Factors" beginning on page. 46 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the Draft Red Herring Prospectus may only be made after the Red Herring Prospectus ("Red Herring Prospectus") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the Draft Red Herring Prospectus.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 249 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 109 of the Draft Red Herring Prospectus.

The Equity Shares of our Company offered through this Draft Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. For the purpose of this Offer, National Stock Exchange of India Limited shall be the Designated Stock Exchange.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE ISSUE
Affinity Global Capital Market Private Limited 20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata - 700069, West Bengal, India **Telephone:** +91 33 4004 7188 **E - mail:** compliance@affinityglobal.in **Investor Grievance ID:** investor@affinityglobalcap.in **Website:** www.affinityglobalcap.in **Contact Person:** Ms. Shruti Bhalotia / Mr. Anandarup Ghoshal **SEBI Registration Number:** INM000012838	KFINTECH **Kfin Technologies Limited** Selenium Tower-B, Plot 31&32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500032, Telangana **Tel:** 044 - 67162222 **E-mail:** kipl.ipo@kfintech.com **Investor Grievance e-mail:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Mr. Kothari Ravi Dinesh Company Secretary & Compliance Officer Plot No: 52, 53, 62, 63 Sankrail Industrial Park Bhagawatipur, Howrah, West Bengal - 711302 Tel: +91 8777297600 Email: cs@kopybright.com Website: www.kopybright.com	Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Book Running Lead Manager or Regiar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non- receipt of letter of allotment, non- credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All Capitalised terms used herein and not specifically defined have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus

For Kopybright India Limited
For on and behalf of Board of Directors
Sd/-
Place : Kolkata **Vedant Behany**
Dated :March 09, 2026 **Managing Director**

Kopybright India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite annovals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated March 06, 2026 with NSE EMERGE. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of NSE at https://www.nseindia.com and on the website of the BRLM, i.e. Affinity Global Capital Market Private Limited i.e. www.affinityglobalcap.in, and the website of our Company at www.kopybright.com.

Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" beginning on page 46 of the Draft Red Herring Prospectus.

Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with NSE EMERGE for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and applicable laws and jurisdictions where those issue and sales are made.

There is no public offering in United States of America.

NAME CHANGE

I, Abdur Rashid (Old Name) S/O–Ensan residing at Vill-Sherpur , PO-Nimtita , PS-Samserganj , Murshidabad, West Bengal 742224 do hereby declared that I have changed my name from Abdur Rashid to Abdul Rasid and henceforth I shall be known as Abdul Rasid (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Abdul Rasid & Abdur Rashid both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Waheda Begum (Old Name) W/O–Zulfikar Ahmed residing at 12/2 Old Police Line Road , Gorabazar , Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742101 do hereby declared that I have changed my name from Waheda Begum to Waheeda Begum and henceforth I shall be known as Waheeda Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Waheeda Begum & Waheda Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Babar Ali Biswas (Old Name) S/O–Abdul Rahman Biswas residing at Vill-Fataipur , PO-Bokshipur , PS-Tehatta , Nadia, West Bengal 741155 do hereby declared that I have changed my name from Babar Ali Biswas to Baburali Biswas and henceforth I shall be known as Baburali Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Baburali Biswas & Babar Ali Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Giasuddin Momin (Old Name) S/O–Nafuruddin Momin residing at Vill-Dharmadanga , PO-Bewa , PS-Farakka , Murshidabad, West Bengal 742212 do hereby declared that I have changed my name from Giasuddin Momin to Giyasuddin Momin and henceforth I shall be known as Giyasuddin Momin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Giyasuddin Momin & Giasuddin Momin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dilip Dey (Old Name) S/o Late Nemai Chandra Dey Residing at 325, Ostad Amir Khan Sarani, P.o+P.s - Haridevpur, District - Kolkata, Pin - 700082, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Dilip Kumar Dey (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Dilip Dey (Old Name) and Dilip Kumar Dey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Malay Roy (Old Name) S/o Narendra Nath Roy Residing at E/287, Tirtha Bharati, Sodepur, District - North 24 Parganas, Pin - 700110, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Molay Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Malay Roy (Old Name) and Molay Roy (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashok Shamjee Patel (Old Name) S/o Shamjee Patel Residing at 62, Narayan Roy Road, District - Kolkata, Pin - 700008, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Patel (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Ashok Shamjee Patel (Old Name) and Ashok Patel (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Santi Kotal (Old Name) S/o Srikanta Kotal Residing at 43, Ambagan Colony, Baranagar, District - Kolkata, Pin - 700090, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Santi Nath Kotal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Santi Kotal (Old Name) and Santi Nath Kotal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tanushree Kotal (Old Name) W/o Santi Nath Kotal Residing at 43, Ambagan Colony, Baranagar, District - Kolkata, Pin - 700090, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Tanusri Kotal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Tanushree Kotal (Old Name) and Tanusri Kotal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashok Singh (Old Name) S/o Tejpratap Singh Residing at 38/1, T.C Mukherjee Street, Rishra, District - Hooghly, Pin - 712248 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 33 Dated 06-03-2026. Ashok Singh (Old Name) and Ashok Kumar Singh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Syamal Yadav, Shamal Yadav (Old Name) S/o Ramajar Ahir Residing at 57/6/H/40, B.T Road, Cossipore, District - Kolkata, Pin - 700002, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shyamal Yadav (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. Syamal Yadav, Shamal Yadav (Old Name) and Shyamal Yadav (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashim Kumar Kapuria (Old Name) S/o Gurudas Kapuria Residing at 11 No Rly Gate Hariharpur, P.o - Hridaypur, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700127, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashim Kapuria (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-03-2026. Ashim Kumar Kapuria (Old Name) and Ashim Kapuria (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nilay Ghosh (Old Name) S/o Late Amarendranath Ghosh Residing at 65, Burobishtalla Main Road, P.o - Sahapur, P.s - Behala, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Nilay Kumar Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Nilay Ghosh (Old Name) and Nilay Kumar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Subhasis Dey (Old Name) S/o Dilip Kumar Dey Residing at 325, Ostad Amir Khan Sarani, P.o+P.s - Haridevpur, District - Kolkata, Pin - 700082, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Subhasish Dey (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Subhasis Dey (Old Name) and Subhasish Dey (New Name) both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Md Fazlul Haque (old name) S/o- Saidur Rahaman residing at Uttarpara More, Radharghat , Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD FAZLUL HAQUE to FAZLUL HAQUE and henceforth I shall be known as FAZLUL HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/03/2026. MD FAZLUL HAQUE (old name) and FAZLUL HAQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mst Ruksena Khatun (old name) W/o- Faruk Hossan residing at Radhanagar, Goraksha, Ratua, Dist-Malda, Pin-732205 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MST RUKSENA KHATUN to MOST RUKSENA KHATUN and henceforth I shall be known as MOST RUKSENA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 09/03/2026. MST RUKSENA KHATUN (old name) and MOST RUKSENA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Faruk Hossain (old name) S/o- Ansur Ali residing at Radhanagar, Goraksha, Ratua, Dist-Malda, Pin-732205 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FARUK HOSSAIN to FARUK HOSSAN and henceforth I shall be known as FARUK HOSSAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 09/03/2026. FARUK HOSSAIN (old name) and FARUK HOSSAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hazrat Mallick (old name) S/o- Tilab Hosen Mallik residing at Dompukur, Dompukur, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HAZRAT MALLICK to HAZARAT MALLIK and henceforth I shall be known as HAZARAT MALLIK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 09/03/2026. HAZRAT MALLICK (old name) and HAZARAT MALLIK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anil Karmakar (old name) S/o- Tarak Karmakar residing at Fatepur, Fatepur, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741507 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ANIL KARMAKAR to ANIL KUMAR KARMAKAR and henceforth I shall be known as ANIL KUMAR KARMAKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 09/03/2026. ANIL KARMAKAR (old name) and ANIL KUMAR KARMAKAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I JYOTSNA DEBNATH W/O UTTAM DEBNATH residing at Jirat Road, Mansa Para, P.O.-Habra, P.S.-Habra, North 24 Parganas-743263, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JOYTSNA DEBNATH DEY as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 06/03/2026. JYOTSNA DEBNATH and JOYTSNA DEBNATH DEY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Ayon Ghatak (Old Name) S/o- Swapan Ghatak, Vill: Balaichak. Po - Chunait, P.S-Arambagh, Dist-Hooghly, Pin - 712413, W.B. Have Changed my name and Shall henceforth be Know as Ayan Ghatak (New Name). As declared before the Executive Magistrate Arambagh Hooghly District Court vide Affidavit (SL-NO 3950) Date 26-02-2026 , Ayon Ghatak (old Name) and Ayan Ghatak (New Name) both one and the same are Identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ayon Ghatak (পুরাতন নাম) পিতা Swapan Ghatak গ্রাম- বলাইচক পোঃ- চুনাইট হুগলী থানা - আরামবাগ জেলা-হুগলী পিনঃ ৭১২৪১৩, 'পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Ayan Ghatak (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত ২৬-০২-২০২৬ তারিখে (SL. NO-3950) এফিডেভিট বলে Ayon Ghatak (পুরাতন নাম) এবং Ayan Ghatak (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইল।

NAME CHANGE

I, Safura Bibi (old name) wife of Asraf Ali Mir, residing at Vill: Gobindapur, P.O – Bhatheria, P.S – Falta, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743503, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Safura Mir (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit no. 5, dated 09/03/2026. Safura Bibi (old name) and Safura Mir (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Supriya Ray (old name) son of Sunil Ranjan Roy, residing at K5, Shampa Mirza Nagar, Maheshtala, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700143, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Supriyo Roy (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, affidavit no. 19, dated 13/02/2026. Supriya Ray (old name) and Supriyo Roy (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SALEK SK (old name) S/O - MD ECHAHAQUE SHAIKH residing at NAWDAPARA PO - JURANPUR PS - KALIGANJ DIST - NADIA PIN -741150. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SALEK SK (old name) to MD SALEK SHAIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as MD SALEK SHAIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 09/03/2026. MD SALEK SHAIKH (new name) & SALEK SK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NAGIR AHAMMAD (old name) S/O - TAIYAB ALI residing at VILL-JUGAR PO - HARHARI PS - SAGARDIGHI DIST -JANGIPUR PIN -742226. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NAGIR AHAMMAD (old name) to MD NAZIR AHAMED (new name) and henceforth, I shall be Known as MD NAZIR AHAMED (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 09/03/2026. MD NAZIR AHAMED (new name) & NAGIR AHAMMAD (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOBINA YEASMIN (old name) W/O - MD ABU TAHER residing at VILL-JUGAR PO - HARHARI PS - SAGARDIGHI DIST -JANGIPUR PIN -742226. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOBINA YEASMIN (old name) to MOBINA YESMIN (new name) and henceforth, I shall be Known as MOBINA YESMIN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 09/03/2026. MOBINA YESMIN (new name) & MOBINA YEASMIN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I ARUNDHOTI ROY W/O PARTHA PRATIM ROY residing at 1, Aurobinda Road, P.O.-Santoshpur, P.S.-Jadavpur, Kolkata-700075, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARUNDHUTI ROY as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no 8 Dated 09/03/2026. ARUNDHOTI ROY and ARUNDHUTI ROY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I KANCHAN SEAL W/O MALAY KANTI SEAL residing at Aavas Apartment, 21/M, Middle Road, Santoshpur, P.O.-Santoshpur, Kolkata-700075, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KANCHAN BHOWMICK as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no 9 Dated 09/03/2026. KANCHAN SEAL and KANCHAN BHOWMICK both are same and identical person.

NAME CHANGE

I SK NOUSAR ALI S/O SK RAOSAN ALI residing at Alipur, Boinchi, P.O.-Boinchigram, P.S.-Pandua, Hooghly-712135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK NAOSAR ALI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 09/03/2026. SK NOUSAR ALI and SK NAOSAR ALI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I REJINA BEGUM W/O KAUSHIK ROY residing at Vill-Nuniadanga, P.O.-Boinchi, P.S.-Pandua, Hooghly-712134, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as REJINA ROY as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah vide affidavit No 6812 Dated 05/03/2026. REJINA BEGUM and REJINA ROY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Md. Arsad Kureshi S/o Babban Kureshi Residing at Salap School, Battala, P.O.-Salap, P.S. Domjur, Dist-Howrah, Pin-711409 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm and declare my actual name Md. Arsad Kureshi instead of Mohammad Arshad Kuresi and my son's actual name Md. Asraf Kureshi instead of Asras Kureshi as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah vide Affidavit Dated 25-02-2026. Md. Arsad Kureshi and Mohammad Arshad Kuresi both are same and one identical person. Md. Asraf Kureshi and Asras Kureshi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RITA BHAKTA(Old Name) W/o Shyamakanta Bhakta Residing at Vill. & P.O.-Dighari, P.S. Gopalnagar, Dist.North 24 Parganas, Pin-743290 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as RITARANI BHAKTA (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M. 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas vide Affidavit No. 11779 Dated 18-09-25. RITARANI BHAKTA and RITA BHAKTA both are same and one identical person.

DECLARATION

I, Pampa Roy, wife of Debasish Roy, residing at Village – Surul, P.O. – Sriniketan, District – Birbhum, PIN – 731236, do hereby solemnly declare that I shall henceforth be known as Pompa Roy as declared before the First Class Judicial Magistrate, Bolpur Court, District Birbhum, State West Bengal, vide Affidavit No. SI-1060 dated 21/02/2026. I further declare that "Pampa Roy" and "Pompa Roy" refer to the same and identical person, and both names belong to me. This declaration is made for all official and legal purposes.

গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, ৯ মার্চ ঃ ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার করতে গিয়ে সীমান্তে বিএসএফের হাতে ধরা পরল এক বাংলাদেশি পাচারকারী। তার কাছ থেকে বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধার করেছে চারটি বড় আকারের গরু। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদে লালগোলা থানার অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ধারে। ধৃত যুবকের নাম নাঈম শেখ। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, খাণ্ডুয়া ক্যাম্পে ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা রবিবার দুপুরে সীমান্তে টহলদারি চালানোর সময় সন্দেহজনকভাবে এক যুবককে নদীর পাড়ে ঘুরতে দেখে। তার সাথে চারটি গরুও দেখতে পায় জওয়ানরা। তারপর ওই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সন্তোষজনক কোনও উত্তর দিতে পারেনি সে। তখন গরুগুলি সমেত তাকে লালগোলা থানায় নিয়ে আসে বিএসএফ জওয়ানরা। পরে পুলিশি জেলার মুখে ওই যুবক জানিয়েছেন, তার নাম নাঈম শেখ। সে বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান গরুগুলি সীমান্ত পেরিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাচ্ছিল ওই যুবক। কিন্তু কীভাবে ওই যুবক কোনও বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে প্রবেশ করল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই ঘটনায় লালগোলা থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে লালবাগ আদালতে পেশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লালগোলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রের খবর।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে নির্বাচনের মুখে প্রকাশ্যে তৃণমূলের ‘গোষ্ঠীকোন্দল’

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মার্চঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখেই এবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ‘গোষ্ঠীকোন্দল’ সামনে এলো। রবিবার রাতে ওই থানা এলাকার মুন্সীরহাটের চকসাহাদৎ গ্রামে তৃণমূলের দুই ‘গোষ্ঠী’র মধ্যে সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পথবাতি লাগানোকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যে থেকে প্রথমে শুরু হয় বিবাদ। তারপর অনুষ্ঠান শেষে এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূলের পার্টি অফিসে ঢুকে একদল বিক্ষুব্ধ ‘ব্যানার’ ও ‘ফেস্টুন’ ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় জখম হন দু’জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। একজনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সেখ মুজাই ওরফে সেখ হোজাইফ। ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ধারায় ১২৬(২)/১১৫(২)/১১৭(২)/৩০৩(২)/৩৫১(৩)/৩(৫) মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। আহত সইদুল মিদ্দা জানান, ‘তৃণমূলের অনুষ্ঠান ছিল। আমি এখান থেকে বেরিয়ে দোকানে যাচ্ছিলাম। তখন একজন আমাকে বিনা কারণে গালিগালাজ করে বাইক নিয়ে স্পিডে বেরিয়ে যায়। আমি এরপর ওকে ডেকে গালিগালাজ করার কারণ জিজ্ঞেস করাতে ওই যুবকের সম্পর্কে এক ভাই আমার কোমরে সজোরে লাথি মারে। আমার গলার টুটি চেপে ধরা হয়। আমি অসুস্থ বোধ করি। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। আমার ধারণা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পরিকল্পনা করে এই কাজ করানো হয়েছে।’

নতুন টিউবওয়েলের উদ্বোধন কুলতলিতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ৯ মার্চ ঃ শীত গিয়ে গরম এসে গেল। আর এই সময় পানীয় জলের সংকট দেখা যায় সুন্দরবনের কুলতলি, জয়নগর সহ একাধিক বিধানসভা এলাকায়।আর এবার সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে আরও এক ধাপ এগোল কুলতলি বিধানসভার নলগোড়া অঞ্চলের ২৩২ নং বুথ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডলের সহায়তায় ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের অধীনে নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩২ নং বুথে একটি নতুন টিউবওয়েলের উদ্বোধন হলো সোমবার। এলাকাবাসী দের দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নলগোড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আঞ্চলিক সদস্য লক্ষীধর হালদার, নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল হালদার, ২৩২ নং বুথের সভাপতি রায়হান মীর সহ আরো অনেকে। আর এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, কালো পতাকা ও ‘গো ব্যাক’ স্লোগান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মার্চ ঃ কলকাতা সফরে এসে ফের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে গেলে তাঁকে ঘিরে কালো পতাকা দেখিয়ে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দিতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। ঘটনাকে ঘিরে মন্দির চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, সকালে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সেই সময় মন্দিরের বাইরে জড়ো হওয়া একদল বিক্ষোভকারী তাঁকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিতে থাকেন এবং কালো পতাকা দেখান। পুজো সেরে মন্দির থেকে বেরোনোর সময়ও বিক্ষোভকারীরা লাগাতার ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পুলিশ। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সেখান থেকে বের করে আনা হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে।

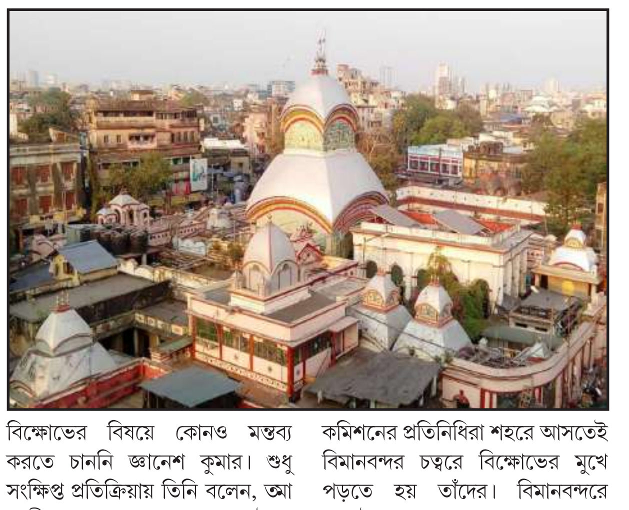

বিক্ষোভের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জ্ঞানেশ কুমার। শুধু সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘মা কালী সবার ভালো করুন, সবাইকে ভালো রাখুন।’ উল্লেখ্য, এসআইআর সংক্রান্ত বিতর্কের আবহেই রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছন নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের প্রতিনিধিরা শহরে আসতেই বিমানবন্দর চত্বরে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। বিমানবন্দরে নেমেই ‘গো ব্যাক’ স্লোগান শোনা যায়। পরে কৈখালি, ভিআইপি রোড-সহ একাধিক জায়গায় কালো পতাকা দেখানোর ঘটনাও ঘটে। এমনকি রাজারহাটে যে হোটেলে কমিশনের প্রতিনিধিরা অবস্থান করছেন, সেখানেও বিক্ষোভের ঘটনা সামনে আসে। এদিকে সোমবার শহরে ছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ব্যস্ত কর্মসূচি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চ। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শাসকদলের প্রতিনিধিরা। তৃণমূলের তরফে প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজীব কুমার। এছাড়াও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন কমিশনের সদস্যরা। পরে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিপির সঙ্গেও আলোচনা হয়। একইসঙ্গে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এই বৈঠকগুলিতে মূলত আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গঙ্গার তলদেশে উদ্ধারকাজে আধুনিকতার ছোঁয়া

কলকাতা পুলিশের জন্য নতুন ‘আন্ডার ওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম’

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মার্চঃ কলকাতার লালবাজারের জন্য গঙ্গার জলে উদ্ধারকাজের সমস্যা এখন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে। দীর্ঘদিন ধরে যেকোনো দুর্ঘটনা বা নৌকাডুবির পর নদীর তলদেশে অনুসন্ধান করতে গেলে পুলিশ নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। জল মলিন ও ঘোলা হওয়ায় ভিডিও ফিড বা তলদেশের দৃশ্য স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না, ফলে উদ্ধারকাজ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কলকাতা পুলিশ এবার নতুন এক আধুনিক প্রযুক্তি চালু করতে চলেছে; ‘আন্ডার ওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম’। জানা গেছে, গত কিছুদিন ধরে পুলিশের পক্ষ থেকে গঙ্গার বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে ওয়াটার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। ড্রোনগুলি গঙ্গার পৃষ্ঠ থেকে কয়েক মিটার নিচে নেমে তলদেশের ভিডিও ধারণ শুরু করেছিল। কিন্তু সমস্যায় পড়তে হয়েছিল ঘোলা জল এবং কম দৃশ্যমানতার কারণে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ড্রোনের ক্যামেরায় স্পষ্ট ছবি ওঠেনি, ফলে তলদেশে থাকা বস্তু বা বস্তুগত পরিস্থিতি বোঝা যায়নি। লালবাজারের কর্মকর্তারা বলেছেন, এই কারণে শুধুমাত্র ওয়াটার ড্রোনের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। গঙ্গার তলদেশে কার্যকর উদ্ধারকাজের জন্য ডুবুরির হাতে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে ‘আন্ডার ওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। প্রতিটি সেটে দু’জন ডুবুরি নিজেদের মধ্যে এবং গঙ্গার তীরে থাকা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হবেন। ডুবুরিরা ‘ফুল মাস্ক’ পরেও এই সিস্টেমের মাধ্যমে যেকোনো সময় বার্তা আদান-প্রদান করতে পারবেন। দুটি আলাদা রঙের কমিউনিকেশন রোপ বা তারের মাধ্যমে দুই ডুবুরি একে অপরের সঙ্গে এবং নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। এ ব্যবস্থায় রয়েছে জলনিরোধক ইয়ারফোন ও মাইক্রোফোন, যা তলদেশের বুদবুদ বা অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ দূরে রাখবে। ফলে কোনো ডুবুরি যদি উদ্ধারকাজের সময় কোনও সন্দেহজনক বা জরুরি তথ্য দেখতে পান, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে অন্য ডুবুরি ও নিয়ন্ত্রকের কাছে পৌঁছে যাবে। লালবাজার এই ‘আন্ডার ওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম’ কেনার জন্য প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা বাজেট নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও দীর্ঘ সময়ের জন্য ডুবুরিদের তলদেশে থাকতে সুবিধা দিতে এবং নিরাপদভাবে কাজ সম্পন্ন করতে বিশেষ মাস্ক-সহ আধুনিক পোশাক কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের দশটি ডুবুরির পোশাক কিনতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। এই পোশাকগুলিতে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে ডুবুরিরা বিষাক্ত গ্যাস থেকে সুরক্ষিত থাকেন এবং তলদেশে সহজে দেখতে পারেন। লালবাজারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই প্রযুক্তি শুধুমাত্র গঙ্গার তলদেশের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। শহরের বড় জলাশয় কিংবা অন্যান্য জলময় এলাকা, যেখানে বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সেই সব ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি কার্যকর হবে। ডুবুরিরা এখন জলের তলদেশে দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারবেন, এবং জটিল পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। গঙ্গার তলদেশে দুর্ঘটনা বা নৌকাডুবির পর উদ্ধারকাজের ক্ষেত্রে এই আধুনিক প্রযুক্তি অনেকটাই কার্যকর হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, ঘোলা জল এবং তলদেশে অন্ধকারের কারণে উদ্ধারকাজ ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এখন ডুবুরিদের হাতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় দ্রুত এবং নির্ভুল অনুসন্ধান সম্ভব হবে। কলকাতা পুলিশের এই উদ্যোগ শুধু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার দিক থেকে নয়, বরং মানুষের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দুর্ঘটনার সময় দ্রুত উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করা এবং ডুবুরিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লালবাজার এই খরচ করেছে। আধুনিক ড্রোন, কমিউনিকেশন সিস্টেম এবং ডুবুরির বিশেষ পোশাক;সব মিলিয়ে এটি কলকাতার উদ্ধার কাজকে আরও শক্তিশালী, নিরাপদ এবং কার্যকর করবে। এভাবেই গঙ্গার তলদেশে উদ্ধারকাজের জন্য কলকাতা পুলিশ তৈরি করছে একটি নতুন যুগের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো। শুধুমাত্র ওয়াটার ড্রোনে ভরসা না রেখে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নিরাপদ পোশাকের সমন্বয়ে ডুবুরি এখন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও কার্যক্রম চালাতে সক্ষম হবেন। লালবাজারের এই পদক্ষেপ একটি বড় উদাহরণ, যা শহরের জলময় এলাকায় মানুষের নিরাপত্তা এবং উদ্ধারকাজকে আরও দক্ষ ও ফলপ্রসূ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের বৈঠকে উত্তেজনা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মার্চঃ নিউটাউনে নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক ঘিরে সোমবার রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হল। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সদস্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁদের বক্তব্য শোনার পরিবর্তে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বারবার চিৎকার করে কথা বলেছেন। সোমবার বেলা প্রায় ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ নিউটাউনে কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ওই দলে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম ও রাজীব কুমার। বৈঠকের শুরুতেই যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়ে কমিশনের কাছে আর্জি জানান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, সেই বক্তব্য শোনার

পরিবর্তে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বারবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলতে থাকেন এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সাংবাদিকদের সামনে চন্দ্রিমা বলেন, ‘আমরা বলতে গিয়েছিলাম যেন একজন বৈধ ভোটারেরও নাম বাদ না যায়। কিন্তু উনি আমাদের কথা শুনতেই চাননি। বারবার বলছিলেন, আপনারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন, আর কিছু বলার নেই।’ তিনি আরও দাবি করেন, ‘আমি একজন মহিলা। আমাকে বলা হয়েছে ‘ডোন্ট শাউট’। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় মহিলাদের প্রতি কোনও সম্মান নেই।’ ফর্ম ৭ সংক্রান্ত তথ্যের গরমিল নিয়েও কমিশনের কাছে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, এই বিষয়েও স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি। চন্দ্রিমার কথায়, ‘সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।’ বৈঠক শেষে ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ তুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘বিজেপি দাবি করছে এখানে অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা রয়েছে। কিন্তু ক’জনকে খুঁজে পাওয়া গেল? এর ফলে সাধারণ মানুষকেই অযথা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।’ একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, একজনও ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার যেন খর্ব না হয়, তা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এদিন নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও। বামফ্রন্ট, বিজেপি এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল কমিশনের কাছে ভোট এক বা দুই দফায় আয়োজন করার দাবি জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গরমের আগেই জলের স্বস্তি ! ফারতাবাদ প্রকল্পে জোর কলকাতা পুরসভার, দক্ষিণে জলসংকট মেটার আশা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মার্চ ঃ গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বাড়ার আগেই দক্ষিণ কলকাতার জল সমস্যার সমাধানে তৎপর কলকাতা পুরসভা। ফারতাবাদে নির্মীয়মাণ নতুন জলশোধনাগারের কাজ দ্রুত শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের আশা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এই প্রকল্প চালু হলে দক্ষিণ কলকাতা ও ইএম বাইপাস সংলগ্ন বহু এলাকার পানীয় জলের ঘাটতি অনেকটাই কমে যাবে। জানা গিয়েছে, গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের কাছে ফারতাবাদ এলাকায় ১০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আধুনিক জলশোধনাগার তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে সেখানে পাইপলাইন বসানোর কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে মার্চ-এপ্রিলের মধ্যেই ওই প্ল্যান্ট থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে ধাপা এলাকাতেও ২০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতার আরও একটি জলশোধনাগার তৈরির কাজ চলছে। যদিও সেই প্রকল্পের কাজ শেষ হতে কিছুটা বেশি সময় লাগতে পারে বলে মনে করছেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। তবু এই দুটি প্রকল্প চালু হলে দক্ষিণ কলকাতা ও বাইপাস সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে গার্ডেনরিচ, পলতা, ধাপা, ওয়াটগঞ্জ এবং জোড়াবাগান;এই পাঁচটি জলশোধনাগার থেকেই প্রতিদিন প্রায় ৫১৫ মিলিয়ন গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হয় শহরে। এর মধ্যে গার্ডেনরিচ থেকে ২১০ এমজি, পলতা থেকে ২৬২ এমজি, ধাপা থেকে ৩০ এমজি, ওয়াটগঞ্জ থেকে ৫ এমজি এবং জোড়াবাগান থেকে ৮ এমজি জল শহরবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে গার্ডেনরিচের ময়লা ডিপো এলাকায় আরও একটি বড় জল প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েছে পুরসভা। সেখানে ৪০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন

জলশোধনাগার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের জন্য জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, ফারতাবাদ ও ধাপার জল প্রকল্প চালু হলে দক্ষিণ কলকাতা এবং ইএম বাইপাস লাগোয়া এলাকাগুলিতে জলের ঘাটতি অনেকটাই কমে যাবে। পাশাপাশি গার্ডেনরিচে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আগামী ২৫ বছর শহরে জল সংকটের আশঙ্কা থাকবে না বলেও দাবি করেছেন তিনি। পুরসভার লক্ষ্য, শহরের প্রতিটি বাড়িতে নিয়মিত পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। সেই কারণেই প্রতি বছরের মতো এবারও পুরসভার বাজেটে জল সরবরাহ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। চলতি বাজেটে এই খাতে অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ঝাড়খন্ড সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের প্রকল্প গ্রহণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মার্চ ঃ ঝাড়খন্ড সীমান্তের পাচোয়াড়া উত্তর কয়লা খনি এলাকার আটটি গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম প্রায় আড়াই কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পাচোয়াড়া উত্তর কয়লা খনির লিজ এলাকায় অবস্থিত আটটি গ্রামে এই মোবাইল স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রত্যন্ত খনি এলাকায় যেখানে নিকটবর্তী চিকিৎসা পরিষেবা প্রায়ই সীমিত, সেখানেস্বাস্থ্যসেবারঘাটতিকমাতেইএই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় একটি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। খনি প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট গ্রামগুলিতে গিয়ে চিকিৎসা পরামর্শ, ওষুধ বিতরণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দেবে।

বর্ণ পরিচয়ের পাশাপাশি বইয়ে আগ্রহ বাড়াতে তৈরি হলো লাইব্রেরী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৯ মার্চ ঃ বিদ্যুতের পোস্টে বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে শিক্ষার পাশাপাশি এবার বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সুন্দরবনের কুলতলির দেউলবাড়িতে তৈরি হলো বইয়ের লাইব্রেরী। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একেবারে পিছিয়ে পড়া পরিবারের স্কুল ছুট শিশুদের শিক্ষার আলোয় ফিরিয়ে আনতে কয়েক বছর ধরে দেউলবাড়ি গ্রামের যুবক পুলক মন্ডলের উদ্যোগে স্বামীজী শিশু পাঠশালা নামে এক টাকার বিনিময়ে শিশুদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আর এখানে শিশুদের পঠনপাঠনের পাশাপাশি সামাজিক কাজ ও এই পুলক মন্ডলের হাত ধরে চলছে। এর পোষাকি নাম স্বামীজী শিশু পাঠশালা হলে ও সবার কাছে সুন্দরবনের এক টাকার পাঠশালা নামে পরিচিত। এই পাঠশালার উদ্যোগে শিশু দের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ বাড়ানোর জন্য গ্রামের রাস্তার দুই পাশে বিদ্যুতের খুঁটির উপর বর্ন পরিচয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ছোট,বড়ো সবার জন্য খোলা হয়েছে বইয়ের লাইব্রেরী। যেখানে বইপ্রেমীদের জন্য রাখা হয়েছে গল্পের বই, কবিতার বই, উপন্যাসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধর্মগ্রন্থ। এই লাইব্রেরীর ঘরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন পবন অলকা রাজগারিয়া ফাউন্ডেশন এবং এই লাইব্রেরীর ফার্নিচারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন লজ অ্যাঙ্কর অ্যান্ড হোপ। এই স্বামীজী শিশু পাঠশালার প্রধান পুলক মন্ডল এব্যাপারে বলেন, এই লাইব্রেরীতে আপনাদের বাড়িতে থাকা পুরনো বা অব্যবহৃত গল্প ও কবিতার বই গুলো এই পাঠশালায় দান করে আমাদের সংগ্রহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করুন। আপনাদের সামান্য সহযোগিতা আমাদের পাঠশালাকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আর পুলকের হাত ধরে বইয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহ বেড়ে চলায় খুশি অভিভাবকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও।

জয়নগর এলাকায় নজর কাড়ছে রঙিন জামরুল, খুশি কৃষকরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৯ মার্চ ঃ জয়নগর এলাকায় রঙিন জামরুল নজর কাড়ছে সবার। প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ত মাটির জন্য সুন্দরবন অঞ্চল ফল চাষের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয় বলেই ধারণা ছিল বহুদিনের। কিন্তু সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছেন সুন্দরবন এলাকার কিছু উদ্যমী কৃষক। এই প্রতিকূল মাটিতেও ফল চাষ সম্ভব। সুন্দরবনের বুকে গড়ে উঠছে রঙিন ফলের বাগান। আমাদের দেশের প্রিয় ফলের মধ্যে অন্যতম জামরুল ফল। এই ফলের চাষে এবার নজর কাড়ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, কুলতলি, দক্ষিণ বারাসাত, বারুইপুর এই সমস্ত এলাকায়। উপযুক্ত যত্ন, সঠিক বীজ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এই প্রতিকূল মাটিতেও ফল চাষ সম্ভব। বিশেষ করে জামরুল ফল এখানে সফলভাবে চাষ হচ্ছে। এখন জামরুল গাছ ঘিরে কৌতূহল ও আনন্দে মেতে উঠেছেন স্থানীয় মানুষজন। মাঠে মাঠে থোকা থোকা ঝুলে থাকা রঙিন জামরুল এবং দেখে যেন মনে হয় দক্ষিণ ভারত নয়, বরং দক্ষিণ ২৪ পরগনাই হয়ে উঠেছে ফলের এক নতুন উপত্যকা। তবে সমস্যা একটাই সুন্দরবনের প্রতি বছর কখনও ঘূর্ণিঝড়, কখনও অতিবৃষ্টি, আবার কখনও কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন কৃষকেরা। অনেক বাগানে কুইন্টাল কুইন্টাল জামরুল ফল গাছ থেকে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে চাষিরা আর্থিকভাবে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তবে এই জেলাতে বর্তমানে লাল জামরুল চাষ হচ্ছে এবং সহজেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

গ্যাসের চড়া দাম

রান্নাঘরে আনুন কাঠ ও কয়লার মাটির উনান সচেতনে স্বপন বাউল

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে হুগলী, ৯ মার্চ ঃ হুগলী বর্তমানে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ দৈনন্দিন জীবনে, জ্বালানি গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে গ্যাস যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ পড়েছে ভারতেও গৃহস্থের মায়েদের রান্নাঘরের হেঁসেলে। গৃহস্থ গ্যাসের অস্বাভাবিক দাম বেড়েছে তার উপর গ্যাসের অভাব। সেই সমস্যার সমাধানে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় পথে পথে ঘুরছেন এক বাউল । বাউল গানে মা বোন ঘরের বউ মেয়েদের সচেতন করছেন নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া থেকে সারা বাংলার মানুষের উদ্যেশ্যে বাউল গানে বার্তা দেন। মা বোনেরা বাড়ির বউ মেয়েরা সকলেই আবার কাঠের উনানে, মাটির উনানে জ্বালানি কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে, গুলের আগুনে রান্না বান্নাকে ফিরিয়ে আনুন। তাহলে রান্নার গ্যাস চড়া দামে কিনতে হবে না। গ্যাসের যোগান কম হলেও চিন্তা থাকবে না। অপরদিকে গানে গানে বলেন, বাণিজ্যিক গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে হোটেল রেস্তোরা মালিকরা আশংকায় রয়েছেন। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম এত বাড়লে বা প্রয়োজনীয় গ্যাস না পাওয়া গেলে হোটেল রেস্তোরা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বহু মানুষ যারা হোটেল রেস্তোরায় কাজ করে তারা কাজ হারাবে কর্মযোগে বেকার হয়ে যাবে। পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পরিবহন ব্যবস্থা, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কলকারখানা সকল সংস্থাই আশংকায় রয়েছে। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল বক্তব্যে বলেন যত দিন না গ্যাসের সমস্যার সমাধান হচ্ছে, গ্যাসের দাম কমছে, গ্যাস স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন গৃহস্থ জ্বালানির জন্য রান্নার গ্যাসের বিকল্প সেই পুরনো পদ্ধতি কাঠের উনান, মাটির উনান আবার চালু করুন কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে, গুলের আগুনে রান্না বান্নার কাজ শুরু করুন। মানুষের ও সমাজের যে কোনো সমস্যায় সুদূর খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এসে মা বোন ঘরের বউ মেয়েদের বাউল গানে ও কথায় সচেতন করতে দেখে উত্তরপাড়ার পথ চলতি মানুষ স্বপন বাউলের এই নিঃস্বার্থ মহতী উদ্যোগকে ধন্যবাদ দেন।

বসন্তে সতীমায়ের পুজো বাংলা সংস্কৃতির আবহমান ধারা

দুরন্তবার্তা, কৌশিক দাস, ৯ মার্চ ঃ শোনা যায় যে ১৬৯৪ সালে শান্তিপুরের কাছে উলা নামে এক গ্রামের মহাদেব নামে এক বৈষ্ণব বেক্তি পানের বরজে সুন্দর এক মানব শিশুকে কুড়িয়ে পায়। সেই দিন সম্ভবত ছিল পূর্ণিমা, তাই সেই ছোট্ট ছেলেটির নাম রাখা হল পূর্ণচন্দ্র। সেই থেকে শুরু হয় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ইতিহাস। পূর্ণচন্দ্র প্রথমে ধর্মশাস্ত্র ও পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন, জন্ম হয় আঁউলচাঁদের। বেড়িয়ে পরেন ঘর থেকে। তার পরের ইতিহাস প্রায় সবাই জানি। ঘুরতে ঘুরতে উনি আসেন নদীয়ার ঘোষপাড়াতে। ডালিম তলায় বসেন। এই দিকে রামশরণ পাল নামে গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তির স্ত্রী সরস্বতী দেবীর মরণাপন্ন অবস্থা। তাঁকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে কাছের এক পুকুরের থেকে মাটি তুলে সেই মাটি সারা গায়ে লেপে দেন আঁউলচাঁদ। কিছুক্ষনের মধ্যে সরস্বতী দেবী সুস্থ হতে থাকেন এবং প্রাণ ফিরে পান। এই সরস্বতী দেবীই হলেন ‘সতী মা’, যার নামে ‘সতী মায়ের মন্দির’ বা ‘সতী মায়ের মেলা’। ২২ জন শিষ্য নিয়ে শুরু হয় প্রথম কর্তাভজা সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে দুই বাংলা জুড়ে ছেয়ে যায় কর্তাভজা সম্প্রদায়। ঘোষপাড়াকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র করার কাণ্ডারি ছিলেন রামশরণ পাল তার পরে সেই হাল ধরেন সতী মা নিজে ও ওনাদের ছেলে দুলালচাঁদ। দুলালচাঁদই প্রথম এই সম্প্রদায়কে প্রথম সংগঠিত করেন।প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার আগের দিন থেকে সারা রাত থেকে দোলের দিন পর্যন্ত এই মেলা হয় কল্যাণী ঘোষপাড়াতে। কর্তাভজা মানে মানুষ ভজা। কোন রকম দেব-দেবী, একজন গুরু বানাও (যাকে ওনারা বলেন মহাজন) আর তাঁকে ভক্তিভাবে পূজা করো। দুই বাংলার সব কর্তাভজারা আসেন তাদের মহাজনকে খাজনা দিতে। সবাই মিলে আসেন, ২ দিন এক একটা দলের এক সাথে খাওয়া দাওয়া হয়। এই কারণে এই মেলার এক বিশেষ দিক আছে। এই মেলাতে থালা-বাটি, শাক-সব্জি, মুদিখানা, মাছ, জ্বালানির শুকনো কাঠ সব কিছু পাওয়া যায়। আগে যে ডালিম গাছের কথা বললাম সেই ডালিম গাছ এখনও আছে মন্দিরের ভেতরদিকে, আর যে পুকুরের কথা বললাম সেটা এখনও আছে দুধ পুকুর নামে। ভক্তরা এই দুধ পুকুরে স্নান করে দণ্ডি কেটে ডালিম গাছ পর্যন্ত গিয়ে পূজা দেন।কে কোথা থেকে এসেছে তাঁর খোঁজ নেই, কিন্তু এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের ব্যাবহার আর আতিথেয়তা দেখে মনে হয় কত দিনের না চেনা। মেলা তো হয় মাঠে কিন্তু মেলে মানুষের মন।গুরুপুজো হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনপথ। আউলচাঁদের পর সতী মা হয়ে ওঠেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান। কথিত আছে, তিনি যে ডালিম গাছের নীচে বসে সাধনা করেছিলেন, সেই ডালিম গাছে ঢিল বাঁধলেই ভক্তদের ইচ্ছাপূরণ হয়। ঘোষপাড়ায় তাঁর নামাঙ্কিত মন্দির চত্বর এবং সমাধিক্ষেত্রে ভক্তরা গিয়ে পুজো দেন। পুজোর ডালিও মন্দির চত্বরেই একাধিক ব্যক্তি বিক্রি করেন। ডালিতে ঢিলের জায়গায় দেওয়া থাকে সুতো বাঁধা মাটির ঘোড়া।মন্দিরের কাছেই রয়েছে পুকুর। সেই পুকুরে স্নান করে ভক্তদের মন্দিরে পৌঁছে ডালিম গাছে ঢিল বেঁধে দিতে হয়। তাতেই পূরণ হয় মনস্কামনা। কথিত আছে দুধ পুকুরে স্নান করলে অসাধ্য সাধন হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ফেলে সুস্থ সমাজ জীবনে ফেরে। গঙ্গার সমান পবিত্র এই দুধ পুকুর। মনে করা হয় এই পুকুরের জলে সতী মায়ের আশীর্বাদ রয়েছে। এখনো এখানে প্রত্যেক শুক্রবার কর্তা ভজা পালা হয়। গ্রাম বাংলার পুরনো সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছেন বর্তমান প্রজন্মের ভক্তরা। নিয়মিত নিঃশুল্ক প্রসাদের আয়োজন করা হয় মন্দির চত্বরে। আর, মনস্কামনা পূরণ হলে এসে ডালিম গাছ থেকে ঢিল খুলে ফেলতে হয়। এটাই সতী মায়ের মন্দিরের নিয়ম। এখানে নিত্যপুজোর পাশাপাশি, প্রতি শুক্রবার বিশেষ কীর্তনের আসর বসে। ভক্তদের দাবি, হিন্দুদের পাশাপাশি, মুসলিমদের একাংশও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সদস্য। একসময় প্রায় ৬০০ বিঘা জমিতে সতীমায়ের মেলা বসত। বর্তমান ৩০ একর এলাকায় এই মেলা বসে। মেলা পরিচালনা করে কল্যাণী পুরসভা। প্রায় ৬০০টি স্টল বসে এই মেলায়। এ বছরও দোলের আগের দিন সন্ধ্যে থেকে কল্যাণী ঘোষপাড়ার এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে আসেন গোটা রাজ্যের বহু মানুষ। ঘর সাজাবার জিনিস থেকে সংসারের টুকিটাকি সবই মিলবে সতী মার মেলায়। শিয়ালদা থেকে কল্যাণী সীমান্তগামী সমস্ত ট্রেন বোঝাই করা ভিড় থাকে সতীমার মেলায় যাওয়ার জন্য। হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা এবং কলকাতা সংলগ্ন এলাকা থেকে মানুষ দলে দলে যোগদান করেন সতীমার মেলায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। একদিকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা গেলেই সতী মায়ের বাড়ি। প্রতিদিন সেখানে নিত্য পুজো হয়। নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় কুপন কেটে ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাংলার উদাসী আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে মানুষের আনাগোনা। সকাল এবং সন্ধ্যায় উল্লেখযোগ্য ভাবে সেজে ওঠে মন্দির চত্বরের আশেপাশে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসে এখনো মহাজাগতিক এই পুকুরে স্নান করে সতী মায়ের পুজো দেন। মন্ডপ সজ্জা, হাতের কাজ, বেত বাঁশের কাজের নানান ঘর সাজাবার সামগ্রী পাওয়া যায়। মেলে বাদাম ভাজা, নিমকি জিলেপির মতো নানান স্বাদের খাবারের সামগ্রী। এক কথায় ছোট ভারতবর্ষের চিত্র দেখা যায় এই মেলায় এলে। কল্যাণী ঘোষপাড়ার স্টেশনের পাশেই সতীমার বাড়ি রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আরম্বরে বেড়েছে বর্তমানে এই মেলার পরিধি।

ভোটার তালিকা ঘিরে দুশ্চিন্তা, বসিরহাটে প্রৌঢ়ার আত্মহত্যা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মার্চ ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের আবহে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায়। এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নিজের নাম ‘বিচারাধীন’ এবং দুই ছেলের নাম বাদ পড়ায় চরম দুশ্চিন্তায় আত্মঘাতী হলেন এক প্রৌঢ়া। মৃতার নাম রীনারানি কুণ্ডু (৫০)। ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়ার-র পশ্চিম চণ্ডীপুর গ্রামে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি প্রকাশিত ভোটার তালিকায় রীনারানি কুণ্ডুর নাম ‘বিচারাধীন’ হিসেবে দেখানো হয়। একই সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে শুভদীপ ও সৌমেন কুণ্ডুর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে বলে অভিযোগ। বহু বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটায় পরিবারে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকেই প্রবল মানসিক চাপে ভুগছিলেন রীনারানি দেবী। বারবার জানতে চাইছিলেন, ছেলেদের ভোটাধিকার আদৌ ফিরবে কি না। এই অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছিল বলেই জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

পাকিস্তানকে খোঁচা বরুণের, বিশ্বকাপের উত্তাপে মোহসিন নকভিকে ব্যঙ্গ করে নতুন বিতর্ক

সংবাদ সংস্থা, আমেদাবাদ, ৯ মার্চ ঃ টি-২০ বিশ্বকাপের উত্তাপ যত বাড়ছে, ততই মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি মাঠের বাইরের কথাবার্তাও আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসছে। ক্রিকেটের আবহে উত্তেজনা, আবেগ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমনিতেই চরমে থাকে। সেই আবহেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি করলেন ভারতের রহস্যস্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। তাঁর এক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা, আর সেই মন্তব্যের লক্ষ্য ছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নাকভি। বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত-পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবসময়ই বিশেষ গুরুত্ব পায়। দুই দেশের ক্রিকেট মানেই আবেগ, ইতিহাস এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই মাঠের ভেতরে যেমন উত্তেজনা থাকে, তেমনই মাঠের বাইরেও নানা মন্তব্য ও পাল্টা মন্তব্যে পরিস্থিতি প্রায়ই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবারের বিশ্বকাপেও সেই চেনা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ঘটনার সূত্রপাত একটি সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তা মোহসিন নকভি সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে কড়া সুরে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স এবং আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বলে দাবি করা হয়। সেই মন্তব্য খুব দ্রুতই ক্রিকেট মহলে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতেই সামনে আসে বরুণ চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া। সরাসরি তীব্র ভাষায় আক্রমণ না করলেও তাঁর মন্তব্যে ছিল স্পষ্ট ব্যঙ্গ এবং কটাক্ষ। ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছেন, বরুণ যেন কথার মোচড়ে পাকিস্তান বোর্ডের কর্তার মন্তব্যকে উল্টে দিয়েছেন। তাঁর কথায় একদিকে ছিল হাস্যরস, অন্যদিকে ছিল তীক্ষ্ণ খোঁচা। ক্রিকেটার হিসেবে বরুণ সাধারণত খুব বেশি বিতর্কে জড়ান না। মাঠে নিজের পারফরম্যান্স দিয়েই তিনি বেশি পরিচিত। রহস্যস্পিনের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর আলাদা পরিচিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। অনেক ক্রিকেটপ্রেমী বরুণের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, পাকিস্তান বোর্ডের কর্তার বক্তব্যের জবাব দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের উচিত এমন বিতর্কে না জড়ানো। ফলে বিষয়টি নিয়ে মতভেদও তৈরি হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, দুই দেশের লড়াই শুধু মাঠের স্কোরবোর্ডেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুই দেশের সমর্থক, প্রাক্তন ক্রিকেটার, প্রশাসক- সবাই কখনও না কখনও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ হয়ে ওঠেন। সেই কারণেই সামান্য একটি মন্তব্যও বড় বিতর্কে পরিণত হতে সময় লাগে না। বিশেষ করে বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এখানে প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি ঘটনা এবং প্রতিটি বক্তব্য কয়েকগুণ বেশি গুরুত্ব পায়। বরুণের এই ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যও তাই স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের পরিস্থিতি খেলাটির আবেগকে আরও উৎসকে দেয়। দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে, আলোচনা তীব্র হয় এবং ম্যাচের গুরুত্ব আরও বাড়ে। তবে একই সঙ্গে অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, খেলাটির সৌন্দর্য বজায় রাখতে সংযমও সমান জরুরি। বরুণের মন্তব্য নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বড় কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। তবে ক্রিকেট মহলে এই নিয়ে আলোচনা থামেনি। অনেকেই মনে করছেন, ভবিষ্যতে দুই দেশের মুখোমুখি ম্যাচ হলে এই বিতর্ক নতুন করে উস্কে উঠতে পারে। ভারতীয় দলে বরুণ চক্রবর্তীর ভূমিকা মূলত তাঁর রহস্যময় স্পিন বোলিং। ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্ত করার ক্ষমতার জন্যই তিনি দ্রুত নজর কেড়েছিলেন। আইপিএল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট- সব ক্ষেত্রেই তাঁর বোলিং নিয়ে আলাদা আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এবার তাঁর একটি মন্তব্যই তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, তখন তা আরও আবেগঘন হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক আবেগ এবং দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতা- সব মিলিয়ে এই লড়াই সবসময়ই বিশেষ। তাই মাঠের বাইরের ছোট একটি মন্তব্যও বড় আলোড়ন তৈরি করতে পারে। বিশ্বকাপের উত্তেজনার মাঝেই এই নতুন বিতর্ক সেই বাস্তবতাকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছে। বরুণের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য হয়তো অনেকের কাছে হাস্যরসের বিষয়, আবার অনেকের কাছে তা তীব্র কটাক্ষ। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট- ক্রিকেটের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু ব্যাট ও বলের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই, কথার লড়াইও তারই অংশ হয়ে উঠেছে। এখন দেখার বিষয়, এই বিতর্ক ভবিষ্যতে কত দূর গড়ায়। তবে আপাতত ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী এবং তাঁর সেই তির্যক মন্তব্য, যা বিশ্বকাপের উত্তাপে নতুন করে আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

আগরকরের হাত ধরে বদলে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট, নতুন যুগের সূচনার ইঙ্গিত

সংবাদ সংস্থা, মুম্বাই, ৯ মার্চ ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা যেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু শিরোপা জয় নয়, দল গঠনের দর্শনেও বড় পরিবর্তনের আভাস মিলছে। সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকর। তাঁর পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতীয় দলে এক নতুন যুগবদলের সূচনা হয়েছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। গত কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেট অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বড় বড় প্রতিযোগিতায় কখনও সাফল্য এসেছে, আবার কখনও হতাশাও দেখতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সেই সময়েই নির্বাচক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন আগরকর, এবং তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। আগরকরের অন্যতম বড় সিদ্ধান্ত ছিল তরুণ খেলোয়াড়দের বেশি সুযোগ দেওয়া। দীর্ঘদিন ধরে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় দল ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের সামনে নিয়ে আসছে। এতে শুধু দলের শক্তি বাড়েনি, বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্ত ভিতও তৈরি হয়েছে। তরুণদের সঙ্গে অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এক নতুন ভারসাম্যপূর্ণ দল। সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে ভারতের সাফল্য অনেকটাই এই পরিকল্পনার ফল বলে মনে করা হচ্ছে। তরুণ খেলোয়াড়দের সাহসী পারফরম্যান্স এবং অভিজ্ঞদের স্থিরতা মিলে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের পেছনে আগরকরের সাহসী সিদ্ধান্ত এবং দূরদর্শিতার বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে যুগে যুগে দল গঠনের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এসেছে। কখনও নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে, কখনও আবার নতুন কোচের কৌশলে দল নতুন রূপ পেয়েছে। কিন্তু এবার নির্বাচক কমিটির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগরকর শুধু বর্তমানের কথা ভাবছেন না, তিনি আগামী দিনের ভারতীয় দলকে গড়ে তুলতে চাইছেন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হল ভবিষ্যতের বড় প্রতিযোগিতাগুলিতে ভারতকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রতিযোগিতা দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে। প্রতিটি দলই নিজেদের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রস্তুত থাকে। তাই ভারতের ক্ষেত্রেও দরকার ছিল এমন একটি দল, যারা দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারে। আগরকরের নেতৃত্বে সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। তরুণ প্রতিভাদের খুঁজে বের করা, তাদের সঠিক সময়ে সুযোগ দেওয়া এবং বড় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি করা-এই তিনটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অল ইংল্যান্ডের পর সুইস ওপেন থেকেও সরে দাঁড়ালেন পিভি সিন্ধু

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৯ মার্চ ঃ ভারতের তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিভি সিন্ধু আবারও শিরোনামে। অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার পর এ বার সুইস ওপেন থেকেও নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এই ঘোষণার পর থেকেই ক্রীড়ামহলে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা এবং প্রশ্ন। দেশের অন্যতম সফল শাটলার হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন, সেই উত্তর খুঁজছেন ভক্তরা এবং ক্রীড়া বিশ্লেষকেরা। গত কয়েক বছরে পিভি সিন্ধু ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের অন্যতম বড় মুখ হয়ে উঠেছেন। বিশ্ব মঞ্চে তাঁর একের পর এক সাফল্য দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের গর্বিত করেছে। অলিম্পিক থেকে শুরু করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ-বিভিন্ন বড় প্রতিযোগিতায় তিনি দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। সেই কারণেই যে কোনও বড় টুর্নামেন্টে তাঁর উপস্থিতি ভারতীয় সমর্থকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু এবার সুইস ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহারের খবর অনেককেই বিস্মিত করেছে। জানা গেছে, অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার পর শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছেন সিন্ধু। দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ফলে শরীরের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। বিশেষ করে ব্যাডমিন্টনের মতো দ্রুতগতির খেলায় শারীরিক সক্ষমতা এবং ফিটনেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভবিষ্যতের বড় প্রতিযোগিতাগুলোর কথা মাথায় রেখে সিন্ধু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। একটি দীর্ঘ মৌসুমে খেলোয়াড়দের শরীর এবং মানসিক শক্তি ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অনেক সময় চোট এড়ানোর জন্য কিংবা ফিটনেস ঠিক রাখতে খেলোয়াড়েরা কিছু প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ান। সিন্ধুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি সেই রকমই হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে কিছু মহল মনে করছে, সাম্প্রতিক সময়ে সিন্ধুর পারফরম্যান্স প্রত্যাশামতো না হওয়ায় তিনি নিজের খেলায় নতুন করে মনোযোগ দিতে চাইছেন। একটি বড় প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালে অনুশীলনের জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়। এতে নিজের কৌশল এবং ফিটনেস নিয়ে আরও ভালোভাবে কাজ করার সুযোগ থাকে। তাই সুইস ওপেন থেকে সরে দাঁড়ানো হয়তো তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনারই একটি অংশ। সিন্ধুর সমর্থকেরা অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক ভাবেই দেখছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন সিন্ধু। এত চাপের মধ্যেও ধারাবাহিকভাবে পারফরম্যান্স ধরে রাখা সহজ নয়। তাই শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া এবং নিজের খেলাকে নতুন করে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে পিভি সিন্ধুর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু বড় প্রতিযোগিতায় পদক জেতেননি, বরং দেশের নতুন প্রজন্মকে ব্যাডমিন্টনের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর সাফল্যের প্রভাব দেশের নানা প্রান্তে দেখা গেছে, যেখানে অসংখ্য তরুণ খেলোয়াড় ব্যাডমিন্টনকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহ পেয়েছে। তবে সুইস ওপেন থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা থামছে না। অনেকেই মনে করছেন, আগামী বড় প্রতিযোগিতাগুলোর জন্য নিজেকে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতেই তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কারণ একটি বড় টুর্নামেন্টে সাফল্য পেতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। এদিকে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সমর্থকেরা আশা করছেন, খুব শিগগিরই সিন্ধু আবার কোর্টে ফিরবেন এবং নিজের সেরা ফর্মে খেলবেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং মানসিক শক্তি তাকে আবারও সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করেন ক্রীড়া বিশ্লেষকেরা। সব মিলিয়ে বলা যায়, সুইস ওপেন থেকে পিভি সিন্ধুর নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত আপাতত অনেক প্রশ্নের জন্ম দিলেও এর পেছনে রয়েছে বড় পরিকল্পনার ইঙ্গিত। শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া, নিজের খেলাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতের বড় প্রতিযোগিতার দিকে নজর দেওয়া- এই সব কারণই হয়তো এই সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করেছে। এখন দেখার বিষয়, বিশ্রামের পর নতুন উদ্যমে কোর্টে ফিরে তিনি আবার কতটা শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখাতে পারেন। ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছেন।

সূর্যদের অভিনন্দন জানালেন মুশফিকুর

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ৯ মার্চ ঃ ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন থাকে, তেমনি থাকে সম্মান ও সৌজন্যের সম্পর্কও। মাঠের উত্তেজনা কখনও কখনও বিতর্কের জন্ম দেয়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই সব মুহূর্ত অনেক সময় বদলে যায় নতুন উপলব্ধিতে। ঠিক তেমনই এক ঘটনার সাক্ষী থাকল উপমহাদেশের ক্রিকেট। এক দশক আগে ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনির দলকে ব্যঙ্গ করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম। সেই ঘটনার জন্য পরে ক্ষমাও চেয়েছিলেন তিনি। আর এত বছর পর আবার এক নতুন বার্তা দিয়ে আলোচনায় এলেন মুশফিকুর, ভারতের সূর্যদের সাফল্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে। প্রায় দশ বছর আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে জয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে একটি মন্তব্য করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছিলেন মুশফিকুর। সেই সময় তাঁর মন্তব্যকে অনেকেই ব্যঙ্গাত্মক হিসেবে দেখেছিলেন এবং ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। ঘটনাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সমালোচনার ঝড় ওঠে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে পরে মুশফিকুর নিজের বক্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং জানান যে তাঁর উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত করা ছিল না। সময়ের স্রোতে সেই বিতর্ক ধীরে ধীরে মুছে যায়, কিন্তু ক্রিকেট ইতিহাসে ঘটনাটি স্মরণীয় হয়ে থাকে। কারণ সেই মুহূর্তটি উপমহাদেশের দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কের আবেগকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, এটি আবেগ, গর্ব এবং সম্মানের বিষয়ও। তাই মাঠের বাইরের একটি মন্তব্যও কখনও বড় আলোচনার জন্ম দেয়। এবার আবার নতুন করে আলোচনায় এলেন মুশফিকুর, তবে ভিন্ন কারণে। ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্যের পর তিনি প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন দলের খেলোয়াড়দের। বিশেষ করে সূর্যকুমার যাদব এবং তাঁর সতীর্থদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন তিনি। এই সৌজন্যমূলক বার্তা ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। মুশফিকুরের এই অভিনন্দন বার্তা অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, কারণ এটি দেখিয়ে দিয়েছে যে ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও পারস্পরিক সম্মান বজায় থাকে। এক সময় যে ঘটনাকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই একই ক্রিকেটার আজ প্রতিপক্ষ দলের সাফল্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এটি খেলাধুলার প্রকৃত চেতনাকেই সামনে নিয়ে আসে। ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সূর্যকুমার যাদবসহ দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অসাধারণ দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলছেন। তাঁদের পারফরম্যান্স শুধু ভারতীয় সমর্থকদেরই আনন্দ দিচ্ছে না, বরং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। সেই কারণেই প্রতিপক্ষ দেশের ক্রিকেটাররাও তাঁদের সাফল্যকে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন।

মিলান ডার্বিতে লাল-কালোর গর্জন, ইন্টারকে হারিয়ে শিরোপার লড়াইয়ে এগিয়ে এসি মিলান

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ৯ মার্চ ঃ ইতালির ফুটবলে এমন কিছু ম্যাচ আছে যেগুলো শুধু তিন পয়েন্টের লড়াই নয়, বরং শহরের গর্ব, ইতিহাস আর আবেগের প্রতীক। সেই তালিকার একেবারে শীর্ষে রয়েছে বিখ্যাত মিলান ডার্বি। রবিবার রাতেও ঠিক সেই আবেগে উথালপাথাল করেছে মিলানের ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়াম স্যান সিরো। আর এই উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল এসি মিলান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপার দৌড়ে নিজেদের সম্ভাবনাকে নতুন করে উজ্জীবিত করল লাল-কালো শিবির। মিলান শহরের ফুটবল সংস্কৃতিতে এই ডার্বির গুরুত্ব অপরিসীম। দুই দল একই শহরের হলেও সমর্থকদের আবেগ, ঐতিহ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারেই ভিন্ন। ফলে যখন এই দুই দল মুখোমুখি হয়, তখন সেটি শুধু একটি ম্যাচ থাকে না, বরং তা রূপ নেয় মর্যাদার লড়াইয়ে। রবিবারের ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুরু থেকেই দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে চেষ্টা করে এবং মাঠে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রথমার্ধে বলের দখল এবং আক্রমণের তীব্রতায় দুই দলই একে অপরকে চাপে রাখছিল। ইন্টার বেশ কয়েকবার আক্রমণে উঠলেও এসি মিলানের রক্ষণভাগ ছিল যথেষ্ট সংগঠিত। আবার মিলানও দ্রুত পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ম্যাচ যত এগোচ্ছিল, ততই বোঝা যাচ্ছিল যে একটি ছোট সুযোগই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। ঠিক তেমনই এক মুহূর্ত আসে ম্যাচের ৩৫ মিনিটে। মাঝমাঠ থেকে দ্রুত একটি আক্রমণ গড়ে তোলে এসি মিলান। বল পেয়ে নিখুঁত পাস বাড়ান মিডফিল্ডার ইউসৌফ ফোফানা। সেই পাস ধরে ডিফেন্স থেকে উঠে এসে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন মিলানের ডিফেন্ডার পারভিস এস্টুপিনান। মুহূর্তের মধ্যেই গ্যালারি জুড়ে শুরু হয় উচ্ছ্বাস। লাল-কালো সমর্থকদের আনন্দে যেন কেঁপে ওঠে সান সিরো। গোল হজম করার পর ইন্টার ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ার্ধে তারা একের পর এক আক্রমণ গড়ে তোলে। উইং থেকে ক্রস, দূরপাল্লার শট- সব রকম চেষ্টা করেও মিলানের শক্ত রক্ষণভাগ ভাঙতে পারেনি তারা। মিলানের ডিফেন্ডাররা অত্যন্ত ধৈর্য ও সংগঠনের সঙ্গে ইন্টারকে আটকে রাখেন। গোলরক্ষকও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কয়েকটি দুর্দান্ত সেভ করে দলকে এগিয়ে রাখেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে চাপ বাড়তে থাকে। শেষ মুহূর্তে ইন্টার প্রায় পুরো দল নিয়ে আক্রমণে উঠে পড়ে। কিন্তু মিলান তাদের লিড ধরে রাখতে মরিয়া ছিল। অবশেষে নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই লাল-কালো সমর্থকদের উল্লাসে ভেসে যায় পুরো স্টেডিয়াম। এই জয়ের ফলে ইতালিয়ান লিগ সিরি-এ-র শিরোপা দৌড়ে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ২৮ ম্যাচ শেষে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে এখনও টেবিলের শীর্ষে রয়েছে ইন্টার। তবে এই জয়ের ফলে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে ব্যবধান অনেকটাই কমিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে এসি মিলান। ফলে বাকি ম্যাচগুলোতে শিরোপা লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকেরা। মিলান কোচ ম্যাচ শেষে বলেন, এই জয় শুধু তিন পয়েন্টের নয়, দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, ডার্বি ম্যাচে জয় সবসময়ই বিশেষ অনুভূতি দেয় এবং তা খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলে। অন্যদিকে ইন্টার শিবিরে অবশ্য হতাশার সুর। তারা এখনও লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকলেও এই পরাজয় তাদের শিরোপার পথে নতুন চাপ তৈরি করেছে। বিশেষ করে শহরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারাটা সমর্থকদের জন্য বাড়তি আঘাত।

ভারতের জয়ের উচ্ছ্বাসে আচমকা ছায়া, রবি শাস্ত্রীর আচরণে হতাশ দর্শকমহল

সংবাদ সংস্থা, আমেদাবাদ, ৯ মার্চ ঃ ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্তের একটিতে, ভারতীয় দলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মধ্যেও অনেকের মনে দাগ কেটে গেল রবি শাস্ত্রীর আচরণ। বিশ্বকাপ টি২০ ফাইনালে ভারতীয় দলের বিজয় উদযাপনের মুহূর্তে, যেখানে কোটি কোটি ভারতীয় উল্লসিত, সেখানে শাস্ত্রীর কিছু মন্তব্য এবং আচরণ দর্শকদের আনন্দকে ছায়া ফেলে দেয়। ম্যাচ চলাকালীন ভারতীয় ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স ছিল নিখুঁত। বল হাতে, ব্যাট হাতে, ফিল্ডিংয়ে প্রতিটি খেলোয়াড়ই তাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করে দেশের জন্য গৌরব এনে দেয়। বিশেষত ফাইনালের মতো চাপপূর্ণ পরিস্থিতিতে এমন সাফল্য অর্জন করা সহজ নয়। ম্যাচ শেষে জয় উদযাপনের সময়. দলের খেলোয়াড়দের খুশি, অনুরাগীদের উচ্ছ্বাস এবং সামাজিক মাধ্যমের হাজারো পোস্টে যেন আনন্দের স্রোত বইছিল। কিন্তু এই আনন্দের মাঝে রবি শাস্ত্রীর আচরণ অনেকের মনে প্রশ্ন তোলে। অনেকেই মনে করছেন, তিনি যে ধরণের মন্তব্য করেছেন এবং যে ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, তা পুরো মুহূর্তের আনন্দকে কিছুটা হ্রাস করেছে। ভারতের জয় উদযাপনের সময়, শাস্ত্রীর বক্তব্যে স্বাভাবিক উদ্দীপনার বদলে অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন অহংকার এবং ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি প্রদর্শনের ছাপ। বিশেষত সামাজিক মাধ্যমে তাঁর কিছু টুইট এবং ভিডিও যে মুহূর্তে প্রকাশিত হলো, তা অনেক দর্শকের কাছে মনে করিয়ে দেয় যে, কখনো কখনো প্রাক্তন কোচদের প্রভাব কেবল ইতিবাচক নয়। বিশ্বকাপ জয় মানেই শুধুই খেলার সাফল্য নয়, এটি পুরো জাতির জন্য এক আনন্দের উৎস। প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমী এই মুহূর্তে এক হয়ে উদযাপন করতে চায়। কিন্তু শাস্ত্রীর আচরণ এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অনেক দর্শক মনে করেন, দলের বর্তমান খেলোয়াড়রা নিজেরাই যথেষ্ট শক্তিশালী এবং যোগ্য, তাই তাদের অর্জিত সাফল্যকে ওভারশ্যাডো করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ম্যাচ শেষে বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন যে, শাস্ত্রীর আচরণ পুরো ঘটনাটিকে প্রভাবিত করেছে। ক্রিকেট সমাজে একজন প্রাক্তন কোচের ভাবমূর্তির প্রভাব অনেক বেশি থাকে। অনেকে মনে করছেন, তিনি যদি সংযমী এবং সংহতভাবে আচরণ করতেন, তাহলে দেশের এই বড় জয় উদযাপন আরও অনন্য এবং স্মরণীয় হতো।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও বারবারজার দিয়ে বলে থাকে যে, খেলোয়াড়দের সাফল্য উদযাপন করা উচিত এবং প্রাক্তন দলের কর্মকর্তাদের উচিত সহমর্মিতা দেখানো। কিন্তু শাস্ত্রীর কিছু আচরণ এই নীতির বিপরীত মনে হয়। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও এবং মন্তব্যগুলো দর্শকদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি করেছে। কেউ কেউ এটাকে শুধু ভুল বোঝাবুঝি মনে করছেন, আবার কেউ কেউ এটাকে উদ্দেশ্যমূলক হিসেবে দেখছেন। এই পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে, ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা অবশ্যই সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদযাপন করছে। অধিনায়ক, ব্যাটসম্যান,৯বালার প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্বের প্রতি উচ্ছ্বসিত। কিন্তু প্রাক্তন কোচের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা কখনো কখনো এই আনন্দকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে যখন তা এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঘটে, যেখানে দেশের কোটি কোটি মানুষ খুশিতে ভাসছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খেলার সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ঘটনা দেশের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অনুভূতির সঙ্গে মিশে যায়। তাই প্রাক্তন কোচ বা বিশ্লেষকদের উচিত দেশের সাফল্যকে সমর্থন করা, ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি প্রদর্শনের চেষ্টা না করা। কারণ, কোনো দলীয় জয় কেবল খেলোয়াড়দের নয়, পুরো দেশের গৌরব। এবারের ফাইনালে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা দেখিয়েছেন যে, চাপের মুহূর্তেও তারা একে অপরকে সমর্থন করে এবং নিজেদের দক্ষতা সর্বোচ্চভাবে প্রয়োগ করে। দর্শকরা মাঠে এবং বাড়িতে উভয় জায়গায় আনন্দ উদযাপন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্রীর আচরণ সেই আনন্দের সঙ্গে মিল খায়নি। অনেকে মনে করছেন, প্রাক্তন কোচের উচিত ছিল দলের খুশিকে সমর্থন করা এবং নিজের প্রতিপত্তি প্রদর্শন না করা। ভারতের জয় ইতিবাচক এবং উদযাপনযোগ্য। খেলোয়াড়রা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শাস্ত্রীর আচরণ একটি বাস্তবতা সামনে এনেছে, যে কখনো কখনো প্রাক্তন কর্মকর্তাদের বক্তব্য এবং আচরণ কিভাবে পুরো মুহূর্তকে প্রভাবিত করতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। অনেক দর্শক এবং অনুরাগী মন্তব্য করেছেন যে, খেলোয়াড়দের অর্জিত গৌরবকে ওভার স্মাঅট করা উচিত নয়।৯৯শষ পর্যন্ত, ভারতের জয় উজ্জ্বল এবং ইতিহাসে স্মরণীয়। তবে রবি শাস্ত্রীর আচরণ সেই মুহূর্তের আনন্দকে কিছুটা ছায়াযুক্ত করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, খেলার সাফল্য কেবল মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবও তা সঙ্গে নিয়ে আসে। দেশের মানুষ যখন নিজেদের সাফল্য উদযাপন করছে, তখন প্রাক্তন কোচ বা বিশ্লেষকের উচিত সেই আনন্দকে সমর্থন করা। এভাবে দেখা যায়, ভারতের বিশ্বকাপ জয় অনন্য এবং অনুপ্রেরণামূলক, কিন্তু শাস্ত্রীর আচরণ সেই আনন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। দর্শকরা আশা করছেন ভবিষ্যতে এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। দেশের অর্জিত গৌরব সবসময় সবার জন্য উজ্জ্বল এবং উদযাপনযোগ্য হতে হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor : Aloke Kumar Naskar/ Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com